আল-আকসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

সারে-জমিন

লালগোলায় যাদবপুরের অধ্যাপকের আত্মহত্যা

রূপসী বাংলা

মায়ানমারে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কেন কাজ করছে না

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক ২০২৪: শেষ মুহূর্তের ইংরেজি মকটেস্ট

স্টাডি পয়েন্ট

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ: টানা পঞ্চমবার ফাইনালে ভারত

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
২২ মাঘ ১৪৩০
২৫ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 19 ■ Issue: 37 ■ Daily APONZONE ■ 7 February 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


প্রথম নজর

## রাজ্যসভার ভোটের আগে মমতা-অভিষেক বৈঠক কালীঘাটে

**আপনজন ডেস্ক:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার দিল্লি সফর হঠাৎ বাতিল করায় নানা গুঞ্জনের মধ্যে অন্যতম ছিল অভিষেকের সঙ্গে দূরত্ব বজায়। কেন্দ্রে বকেয়া আদায় নিয়ে রাজভবনের সামনে যে অভিষেক ধর্না শুরু করেছিলেন, সেই অভিষেক একই দাবিতে মমতার ধর্নায় গরহাজির ছিলেন। সেই আবহে মমতার দিল্লি যাওয়ার কথা থাকলে বাতিল হওয়া পিছনে অনেকেই কারণ হিসেবে সেই অভিষেকের কথাই তুলে ধরেন। বরাবর দিল্লিতে সফরে গিয়ে মমতা তার ভাইপো অভিষেকের বাংলোতে উঠতেন। কিন্তু এবারের দিল্লি সফরে তার বঙ্গ ভবনে থাকার কথা ছিল। তাই বঙ্গভবনে উঠলে অভিষেকের মধ্যে দূরত্বের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হত। তবে সব বিতর্কে জল ঢেলে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি থেকে মঙ্গরবার ফিরে দুপুরে তিনি কালীঘাটে মমতার সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। তবে তাদের মধ্যে এই বৈঠকের পিছনে সম্প্রতি শূন্য হওয়া পাঁচটি রাজ্যসভার আসনে প্রার্থ নির্বাচন বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। এদিন তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গে প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টার ব্যক্তিগত বৈঠক করেন অভিষেক। এই বৈঠকেই রাজ্যসভা ভোটে কারা কারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হবেন সেই তালিকায় চূড়ান্ত অনুমোদন মিলেছে বলে সূত্রের খবর। তবে. ঠিক কি বিষয়ে পিসি ভাইপোর মধ্যে কথা হযেছে তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। কারণ, তাদের দুজনের মধ্যে হওয়া আলোচনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের পক্ষে কিছুই জানানো হয়নি। প্রার্থী কারা হচ্ছেন সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। যদিও দু'জনের মধ্যে কী কথা হয়েছে সে ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেউই কিছু জানাননি।

উল্লেখ্য, রাজ্যের পাঁচ রাজ্যসভার সদস্য শান্তনু সেন, নাদিমুল হক, আবিররঞ্জন বিশ্বাস, শুভাশিস চক্রবর্তী এবং অভিষেক মনু সিঙ্ঘভির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। বিধায়ক সংখ্যার নিরিখে এই পাঁচটি আসনের মধ্যে চারটি পাবে তৃণমূল। একটিতে বিজেপির জয় নিশ্চিত। রাজ্যসভার মনোনয়ন পেশ করা শুরু শুক্রবার। চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২০ ফেব্রুয়ারি। তার আগে মমতা-অভিষেক বৈঠককে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজনৈতিক মহল। এর মধ্যে বিশেষ আলোচ্য হল দু বারের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হককে আবার মনোয়ন দেওয়া হবে না অন্য কাউকে বাছা হবে তা নিয়ে।

# উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পেশ

**আপনজন ডেস্ক:** ভারতের প্রথম প্রথম রাজ্য হিসেবে উত্তরাখণ্ডে মঙ্গলবার পেশ হল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। উত্তরাখণ্ড বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ওই বিল পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। এ সময় বিজেপি বিধায়কেরা ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি দিতে থাকেন।

বিল পেশের আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ধামি লেখেন, ‘দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ হতে চলেছে। এই বিধি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে আমরা পরিচিত হব। এটা রাজ্যবাসীর জন্য গর্বের মুহূর্ত।’

পরে বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে ধামি বলেন, ‘আজ আমাদের অপেক্ষার দিন শেষ। দেশের নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়ার কাজ উত্তরাখণ্ড থেকেই শুরু হচ্ছে।’

এই বিল আইনে পরিণত হলে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের সব ধর্মাবলম্বীর জন্য বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির ভাগাভাগি, খোরপোষ, উত্তরাধিকার, সন্তান দত্তক গ্রহণ প্রভৃতি এক রকমভাবে প্রযোজ্য হবে।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এই বিলের বিরোধিতা করছে। বোর্ডের সদস্য মাওলানা খালিদ রশিদ ফারাঙ্গি মাহালি মঙ্গলবার গণমাধ্যমকে বলেছেন, ‘এই আইন কি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে? উত্তর হল, না। সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোনও কোনও সম্প্রদায় বা সমাজের অংশকে এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাহলে আইনটি সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য কী করে হবে?’



খালিদ রশিদ বলেন, বোর্ডের আইন বিশারদেরা খসড়া বিল খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সমাজবাদী পার্টির সংসদ সদস্য এস টি হাসান বলেছেন, এই বিধি পবিত্র কুরআনবিরোধী। তিনি বলেন, ‘মুসলমানদের জন্য পবিত্র কুরআনে যে হিদায়েত (নির্দেশ) দেওয়া আছে, এই বিধি তার বিরোধী হলে আমরা তা মানব না। হিদায়েত অনুযায়ী হলে মানতে অসুবিধে নেই।’

বিধানসভায় পেশ হওয়া খসড়া বিলে বলা হয়েছে, আইন হলে রাজ্যে যাঁরা বিয়ে না করে ‘লিভ ইন’ সম্পর্কে থাকতে চান, তাদের জেলা প্রশাসনে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। ২১ বছরের কম বয়সিদের অভিভাবকদের সম্মতি নেওয়াও বাধ্যতামূলক।

বিলে বলা হয়েছে, ওই সম্পর্ক ‘সরকারি নীতি ও নৈতিকতা’ বিরোধী হলে, কিংবা দুজনের একজন বিবাহিত হলে অথবা অন্য সম্পর্কে থাকলে তা নথিভুক্ত করা যাবে না। তা ছাড়া এ ধরনের সম্পর্কে দুজনের যেকোনো একজন নাবালক-নাবালিকা হলে কিংবা কোনো একজনের সম্মতি জবরদস্তি নেওয়া হলে, তা নথিভুক্ত করা যাবে না।

লিভ ইন সম্পর্ক নথিভুক্ত করতে ওয়েবসাইট তৈরি করা হবে। প্রতিটি আবেদনপত্র খতিয়ে দেখবে জেলা কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজনে তদন্ত করা হবে। সে জন্য সম্পর্কে থাকতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হতে পারে। কোনো কারণে নথিভুক্ত করা না হলে রেজিস্ট্রারকে লিখিতভাবে তার কারণ জানাতে হবে।

এই সম্পর্কে থাকার জন্য ভুল তথ্য দিলে তিন মাসের জেল ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্যের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আইন পরিপন্থী বিয়ে করলে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। এছাড়া নিয়মের পরিপন্থী ডিভোর্স নিলে তিন বছর পর্যন্ত জেলের বিধান রয়েছে। বিধিতে বলা হয়েছে, লিভ ইন সম্পর্কের ফলে সন্তানের জন্ম হলে তারা বৈধ বলে গণ্য হবে। সেসব শিশু ওই দম্পতির সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকারীও হবে। কোনো নারীকে তাঁর লিভ ইন পার্টনার ছেড়ে গেলে তিনি খোরপোষের অধিকারী হবেন। যদিও ‘ছেড়ে দেওয়ার’ সংজ্ঞা ওই বিলে নির্ধারিত হয়নি। এই বিলে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সব ধর্মের জন্যই বাল্যবিবাহ বন্ধ রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার মধ্যে দ্বিতীয় বিবাহ তখনই করা যেতে পারে যখন তাদের একজন মারা যাবে। মালিকানার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। কোন প্রকার বৈষম্য থাকবে না।

দেশের সব নাগরিকের জন্য অভিন্ন ফৌজদারি বিধি চালু আছে। কিন্তু দেওয়ানি বিধি জাত, ধর্ম, সম্প্রদায়, অঞ্চলভিত্তিতে আলাদা।

বিজেপি চায়, সব ধর্ম ও জাতের জন্য এক দেওয়ানি বিধি চালু করতে। তাদের মূল তিন প্রতিশ্রুতির এটি অন্যতম। বাকি দুই প্রতিশ্রুতি, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ খারিজ ও রামের জন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ। এ দুটি বিজেপি ইতিমধ্যেই পূর্ণ করেছে।

এর আগে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতা থেকে দেশের আদিবাসীদের বাদ দেওয়ার কথা বিজেপি বারবার বলেছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেও ওই বিধি প্রযোজ্য না করার কথা বলা হয়েছে। এক বিপুল জনগোষ্ঠীকে আইনের আওতার বাইরে রাখা হলে সেই আইন দেশের সবার জন্য ‘অভিন্ন’ কী করে হয়, এই প্রশ্ন সংগত কারণেই উঠছে।

## প্রযোজ্য হবে না কেবল আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে

## শরিয়ত বিরোধী কোনও আইনের সঙ্গে মুসলিমরা আপস করবে না: মাদানি



**আপনজন ডেস্ক:** দেশের মুসলিমদের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন জমিয়ত উলামা হিন্দের সভাপতি মাওলানা আরশাদ মাদানি উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা শরিয়াহ বিরোধী কোনও আইন অনুমোদন করি না। মঙ্গলবার নয়া দিল্লিতে জারি করা এক বিবৃতিতে আরশাদ মাদানি বলেন, একজন মুসলমান সব কিছুর সঙ্গে আপস করতে পারে, কিন্তু কেউ তার শরিয়ত ও ধর্মের সঙ্গে আপস করতে পারে না। তিনি বলেন, মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পাস করা হয়েছে, যাতে ভারতের সংবিধানের ৩৬৬ অনুচ্ছেদের ২৫ অধ্যায়ের উপ-ধারা -৩৪২-এর অধীনে তফসিলি উপজাতিদের নতুন আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে তাদের অধিকার সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে সুরক্ষিত। মাওলানা মাদানি প্রশ্ন তোলেন যে যদি সংবিধানের একটি ধারায় তফসিলি উপজাতিদের এই আইন থেকে আলাদা রাখা যায়, তবে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ ধারায় কেন আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না। ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার করে, যদি অভিন্ন নাগরিক বিধি হয় তাহলে নাগরিকদের মধ্যে এই বৈষম্য কেন? তিনি আরও বলেন, আমাদের লিগ্যাল টিম বিলের আইনি দিকগুলো পর্যালোচনা করবে তারপর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি বলেন, সত্যি কথা হচ্ছে কোনো ধর্মের বিশ্বাসী তার ধর্মীয় বিষয়ে কোনো ধরনের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ বরদাশত করতে পারে না। তিনি বলেছিলেন যে ভারতের মতো বহুত্ববাদী দেশে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা তাদের বিশ্বাস এবং ধর্মীয় রীতিনীতি এবং অনুশীলনগুলিকে শতাব্দী ধরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে অনুসরণ করে আসছে, সেখানে আজ অভিন্ন নাগরিক বিধির প্রয়োগ নাগরিকদের দেওয়া মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধান দেশের ব্যক্তিগত আইনের জন্য নয়, দেশের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ বজায় রাখার জন্য। কারণ ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ।

## মমতাজি ইন্ডিয়া জোট সদস্যদের মধ্যে অতিব গুরুত্বপূর্ণ: রাহুল গান্ধি

**আপনজন ডেস্ক:** কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি মঙ্গলবার বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী ব্লক ইন্ডিয়ার “গুরুত্বপূর্ণ” অংশ এবং জোটের সদস্যদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা চলছে। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন ঝাড়খণ্ডেরগুমলা জেলার বাসিয়ায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধি এই বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, মমতাজি ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য সদস্যদের মতোই এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আসন ভাগাভাগি নিয়ে জোটের সদস্যদের মধ্যে দরকষাকষি চলছে, এটাই স্বাভাবিক।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তার দল তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে লোকসভা ভোটে লড়বে না। নির্বাচনে বিজেপিকে সাহায্য করতে কংগ্রেস সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বলে অভিযোগ করেন মমতা।

এদিন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জোট ভেঙে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে রাহুল বলেন, তার চলে যাওয়ার কারণ কী হতে পারে তা আপনারা অনুমান করতে পারেন। ভারত জোটের অংশ হিসেবে আমরা বিহারে লড়াই করব।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’ মঙ্গলবার তার ২৪ তম দিন পূর্ণ করেছে। আজ খোন্তিতে



ভগবান বীরসা মুন্ডা মূর্তির মালাপুশি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। এদিকে, রাহুল গান্ধি বীরসা মুন্ডাজির পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের সাথেও দেখা করেছেন। বিপুল জনসমর্থনের মধ্যে ঝাড়খণ্ডের খন্তি, গুমলা, সামদিগা হয়ে সন্ধ্যায় যাত্রাটি ওড়িশায় প্রবেশ করে। এদিনের যাত্রায় রাহুল গান্ধিও গুমলায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এ সময় তিনি বলেন, আজ দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে অবিচার। যুবকরা বেকার, পাবলিক ইউনিট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে, জাতিভিত্তিক আদমশুমারি করা হচ্ছে না, সংরক্ষণ ৫০ শতাংশে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে, কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। মোদি সরকার যদি প্রতিটি পদক্ষেপে জনগণের প্রতি অবিচার করবে, তাহলে ভারত কীভাবে সংযুক্ত হবে। কংগ্রেস এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমেছে। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় রাহুল গান্ধিও একটি বড় ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেন, মোদি সরকার নোট বাতিল ও জিএসটি প্রয়োগ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ধ্বংস করেছে। তাই কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার এলে প্রথমে জিএসটি প্রতিস্থাপন করা হবে।

### হাতছাড়া ৬০০ বছরের বদরুদ্দিন শাহ কবরস্থান!

## সূফির সমাধিস্থলে ছিল মহাভারতের ‘লাক্ষা গৃহ’, রায় জেলা আদালতের

**আপনজন ডেস্ক:** উত্তপ্রদেশের বাগপতের সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত ৫৩ বছরের পুরনো মামলার সোমবার এক আদেশে মুসলিম পক্ষের দাবি অনুযায়ী কবরস্থানে ১০০ বিঘা জমি দখলে থাকা তাদের মালিকানাধীন নয় বলে রায় দিয়েছে।

এই ঘটনাটি অনেকটাই বাবরি মসজিদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মতো। সুপ্রিম কোর্টে যেমন এক শ্রেণির হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রামের জন্মস্থান হিসেবে বাবরি মসজিদকে ছেড়ে দেওয়ার রায় দিয়েছে। বাগপতের ক্ষেত্রে এটি যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

বাগপত জেলার বার্নাওয়া গ্রামে হিন্ডন ও কৃষ্ণি নদীর সঙ্গমস্থল সংলগ্ন একটি প্রাচীন ঢিবির উপর অবস্থিত এরাকাটি সুফি সাধক বদরুদ্দিন শাহের সমাধি ও একটি কবরস্থান রয়েছে তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ছিল। এটি বর্তমানে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের অধীনে একটি সুরক্ষিত স্থান।

১৯৭০ সালে কবরস্থানের তৎকালীন মুতাওয়াল্লি মুকিম খান ‘হিন্দুদের জমি দখল, কবর ধ্বংস এবং হাভান দখল থেকে বিরত রাখতে’ জমির মালিকানা দাবি করে আদালতে আবেদন করেছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণদত্ত মহারাজ নামে স্থানীয় পুরোহিতকে এই মামলায় বিবাদী করা হয়। হিন্দু পক্ষ দাবি করেছিল যে এই স্থানটিতে ‘লাক্ষাগৃহ’ ছিল, ‘লাক্ষাগৃহ’ নামে একটি প্রাসাদ যা দুর্যোধন পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার অশুভ পরিকল্পনা নিয়ে তাদের জন্য তৈরি করেছিলেন।

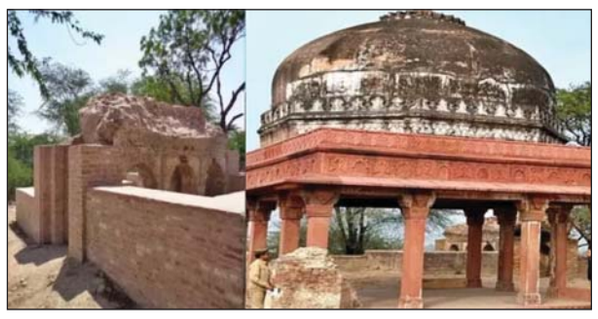



হিন্দু পক্ষের আইনজীবী রণবীর সিং তোমর বলেন, ৩২ পাতার আদালতের আদেশে সম্পত্তির উপর বাদীর দাবির মধ্যে স্পষ্ট ফাঁকফোকর খুঁজে পাওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিম পক্ষ দাবি করেছিল যে সুফি সাধকের সমাধিটি ৬০০ বছরের পুরানো এবং তাঁর মৃত্যুর পরে একটি কবরস্থানও তৈরি হয়েছিল, যা তৎকালীন ‘শাহ’ দ্বারা ওয়াকফ সম্পত্তি করা হয়েছিল। তবে এটি শাসকের নাম ও তার পরিচয় সম্বলিত কবরস্থানের বিস্তারিত জানাতে পারেনি। আসলে সরকারি নথিপত্রে কবরস্থানের কোনও উল্লেখ নেই।

আদালত ১৯২০ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের অফিসিয়াল গেজেটের বিষয়টিও আমলে নিয়েছিল, যা আসামিরা উপস্থাপন করেছিল, যেখানে এএসআই বলেছিল, ;শহরের দক্ষিণে ‘লাক্ষা মণ্ডপ’ নামে একটি ছোট্ট ঢিবি সারধানা তহসিলের মিরাট থেকে ১৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বারনাওয়ায় অবস্থিত পাণ্ডবদের পোড়ানোর চেষ্টার দৃশ্য বলে মনে করা হচ্ছে ‘আদালতের পর্যবেক্ষণ, ১৯২০ সালে বিতর্কিত জায়গাটি ওয়াকফ সম্পত্তি নাকি কবরস্থান তা মুসলিম পক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

আদালতের আদেশের প্রতিক্রিয়ায় বাদীপক্ষের আইনজীবী শহীদ আলী বলেন, আমরা মামলায় হেরে গেছি এটা সত্য, তবে আমরা অবশ্যই উচ্চ আদালতে যাব।

২০০৫ সালে বাগপতের সিনৌলি এলাকায় হরপ্পা সভ্যতার সমাধিস্থল আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী মোদিনগরের মাল্টঅ্যানিমাল পিজি কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কে কে শর্মা বলেন, এই সমস্ত কাঠামো একটি প্রাচীন ঢিবির চূড়ায় তৈরি। এই ঢিবির মধ্যেই চাপা পড়ে আছে বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস। ২০১৮ সালে এএসআই সমীক্ষায় ধূসর রঙের মৃৎপাত্র খনন করা হয়। একই মৃৎপাত্র মথুরা, মীরাট এবং হস্তিনাপুরে পাওয়া যায় এবং এই সমস্ত শহরগুলির উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়।


ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

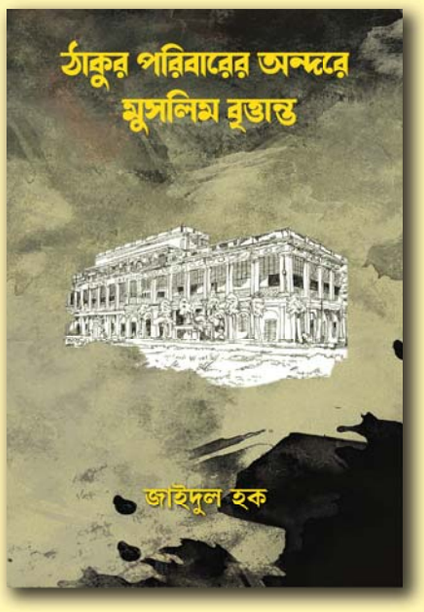




রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর–পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

ব্যাঙ্গ ফকিরের জুমলাবাজি

ড. দিলীপ মজুমদার

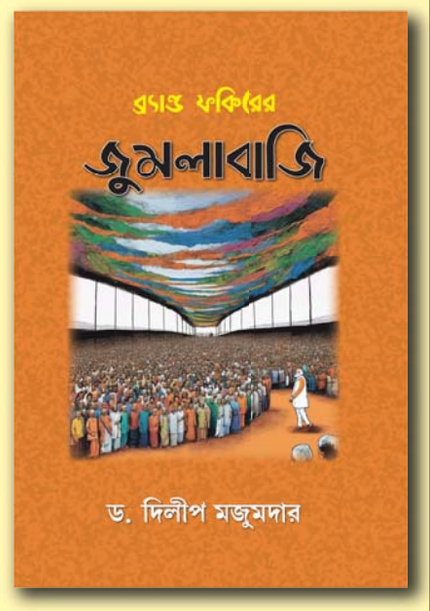




ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট
ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

## প্রথম নজর

# খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে স্কুলে, দোকানে হানা দিল বুনো হাতির দল

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

**আপনজন:** এবার খাবারের খোঁজে জনবহুল এলাকার একটি দোকান,বাড়ি ও একটি সরকারি স্কুলে হানা দিল একটি বুনো হাতির দল। আর এতেই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় লোকজনদের মধ্যে।ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে পুরুলিয়ার ঝালদা থানার ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী বান্দুলহর এলাকায়। মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায় ঝালদা গোলা রোডের উপর এই এলাকায় রয়েছে দোকান, বসতি ও স্কুল। দিনরাত যানবাহন চলাচল করে এই রাস্তা দিয়ে। এহেন এই জনবহুল এলাকায় সোমবার রাতে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ টি হাতির একটি দল পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খন্ড থেকে বেরিয়ে এসে হানা দিল এক দোকান , বাড়ি ও একটি প্রাইমারি স্কুলে। ঝালদা গোলা রাস্তার বান্দুলহরের বাসিন্দা বিজয় চন্দ্র মাহাতো,সৃষ্টিধর মাহাতো,বিদ্যাধর মাহাতো প্রমুখরা জানান, তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান কয়েক লক্ষ টাকা পেরিয়ে যাবে। তাদের দাবী,দোকান,বাড়ি ও একটি স্কুলে বুনো হাতির দলটি এদিন রাতে হানা দিয়ে দেওয়াল ও দরজা ভেঙে ধান,সবজি ও স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নার চাল ডাল খাবার বার করে খেয়ে নেয়। এদিন বিজয় বাবু জানান জানান,বুনো হাতি এলাকায় রয়েছে সেই খবর জানতে পেরে ধানের দোকানে ছিলাম না এদিন। আমার ধানের দোকান সহ ফলের গাছের বাগান ও সবজি বাড়ির ভীষণ ভাবে ক্ষতি হয়েছে। তিনি দাবী করেন ক্ষতির পরিমান প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা পেরিয়ে যাবে। এছাড়াও তিনি আরও বলেন শুধু দোকান নয়,পাশের আমার বাড়ির দেওয়াল ও গেট ভেঙে দিয়ে কলাগাছ খায় ও ফসল নষ্ট করে হাতির দলটি। বন্দুলহর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় কুমার সাহু জানান,স্কুলের গেট,বাউন্ডারি দেওয়াল ও মিড ডে মিলের চাল ,ডাল সহ আসবাবপত্র ভেঙে দিয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছে হাতির দলটি। যদিও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ঝালদা বাঞ্চলের বনকর্মীরা। ঘটনার তদন্ত করে যান তাঁরা। এভাবে জনপদের ভিতরে হাতি চলে আসায় আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে হয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

# লালগোলায় যাদবপুরের তরুণ অধ্যাপকের আত্মহত্যা ঘিরে চাঞ্চল্য

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

**আপনজন:** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আত্মহত্যা ঘিরে চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার ধুলাউড়ি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে নিজের ঘরে গলার মাফলার ফ্যানের সঙ্গে বেঁধে আত্মঘাতী হন অধ্যাপক সুমন নাহার। (ইন্না লিল্লাহি...)।
সূত্রের খবর, মৃত সুমন নাহার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। যাদবপুরে অধ্যাপনা করতে যাওয়ার পর তার এক বন্ধুর বোনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুমনের। তার ওই বন্ধুর বাড়ি বীরভূম জেলায় বলে জানা গিয়েছে। সম্পর্কের জেরে ওই মহিলা সুমনকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, পরবর্তীতে বিয়ের জন্য জোর করতে থাকে। বিয়েতে রাজি না হওয়ায় সুমনের বিরুদ্ধে দিপালী মাঝি নামের ওই মহিলা ২০২০ সালে লালগোলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে, পরবর্তীতে যাদবপুর থানাতে আরও একটি অভিযোগ দায়ের করে ওই মহিলা। মৃতের পরিবারের দাবি, শুধু থানায় অভিযোগ নয় বরং মানসিকভাবে সুমনের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন ওই মহিলা। বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই অধ্যাপক সুমন নাহার। শুক্রবার যাদবপুর থেকে বাড়ি আসেন ওই অধ্যাপক, মঙ্গলবার দুপুর ২ টার ট্রেনে যাদবপুর ফিরে যাওয়ার কথা থাকলেও বেলা বারো'টার সময় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় থাকা মাফলার ফ্যানের সঙ্গে বেঁধে ঝুলে পড়েন সুমন নাহার। পরিবারের লোকেরা জানতে পেরে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা সুমন নাহারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। মৃতের বাবা মোহাম্মদ এহেসান আলী বলেন, 'বীরভূমের ওই মহিলা এতটা অবসাদে রেখেছিল, যে সুমন বাড়ি ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। আজ ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল সুমন।'

# কোর্টের নির্দেশে বাড়ি ভাঙল পৌরসভা

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

**আপনজন:** মহামান্য উচ্চ আদালতের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশে, চুঁচুড়া বিধানসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাপাসডাঙ্গা দাস পাড়ার একটি বাড়ির বিতর্কিত অংশ ভেঙ্গে ফেলল পৌরসভা, সাধারণত বেশ কয়েকমাস হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শুভদীপ বণিক পৌরসভায় একটি অভিযোগ করেন, তার জমি লাগোয়া জমি তারকনাথ মালাকার ও সৌমিক মালাকার একটি বাড়ি বানাচ্ছেন যাতে কোন রকম ছাড় দেওয়া হয়নি, যদিও কয়েকবার পৌরসভায় হেয়ারিং হলেও কোনরকম সুরাহা পাননি শুভদীপবাবু, অবশেষে তিনি মহামান্য উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন , জানা যাচ্ছে মহামান্য উচ্চ আদালতের কাছে এই কেস পৌঁছানোর পর বারবার হেয়ারিং হলেও ,মালাকার পরিবার এ বিষয়ে কোন রকম পদক্ষেপ নেননি, তাই বেশ কয়েকবার হেয়ারিং করার পর, মহামান্য আদালতের জাস্টিস রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দেন, পুলিশ প্রশাসনকে সামনে রেখে পৌরসভা যেন বিতর্কিত অংশটি ভেঙ্গে ফেলে, অবশেষে মহামান্য উচ্চ আদালতের কথা মেনে কাপাসডাঙ্গা দাসপাড়ায় এসে পৌঁছান চন্দননগর কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ অফিসার ও বিশাল পুলিশ বাহিনী , সাথে সাথে এসে পৌঁছান পৌরসভার উচ্চপদস্থ অফিসার ও কর্মচারীরা, রীতিমতো শুরু হয় ভাঙ্গা, ভাঙার কাজ চলাকালীন সেখানে এসে পৌঁছান চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, তিনি বলেন মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশে যে কাজ হচ্ছে তাকে আমরা সম্মান করি, অবশ্যই শান্তিপূর্ণভাবে যাতে এই কাজ সম্পন্ন হয় তাই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, অবশেষে তিনি বলেন যদিও মালাকার পরিবার ভুল করেছে তাই তার বাড়ির অংশটি ভাঙা পড়ছে, তবু তারা গরিব মানুষ যেহেতু ভাঙ্গা পড়ছে তাদের পাশে আমরা প্রতি মুহূর্ত আছি, অবশেষে পৌরসভার কর্মচারীরা বাড়ির বিতর্কিত অংশটি ভেঙে দিয়ে কাজ সম্পন্ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। উচ্চ আদালতের নির্দেশে মালাকার পরিবারের বাড়ির বিতর্কিত অংশ ভাঙার কাজ শান্তিতে শেষ হয়েছে।

# অবশেষে কাটল জট, কুনালের উপস্থিতিতে চাকরি পেলেন ২০০৯-এর ৩২৮ জন প্রার্থী

নকিবউদ্দিন গাজী ও আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

**আপনজন:** নিজেদের হকের চাকরির দাবিতে ১৫ বছরের লড়াইয়ের অবসান হল ২০০৯ এর চাকরি প্রার্থীদের। অবশেষে নিয়োগ পেল ২০০৯ এর ৩২৮ জন চাকরি প্রার্থীরা।দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের সামনে আমরণ অনশনেরর ডাক দিয়েছিলেন ২০০৯-এর চাকরি প্রার্থীরা। ১৮৩৪ জনের প্যানেল প্রকাশের দাবিতে, তাঁরা আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছেন।আন্দোলন, ধর্নার মাঝেই ফের নিয়োগ। ৩২৮ জনের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের তালিকা কাল প্রকাশ করবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ। বামেদের সময় ২০০৯ সালের নিয়োগের প্যানেল প্রকাশ করবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ। ইতিমধ্যেই এই জেলায় ১৫০০ শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। বাকি ৩২৮ নিয়োগ।শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োগ নিয়ে বিরোধীরা কুৎসা আর অপপ্রচারের রাজনীতি করতে ব্যস্ত। অন্যদিকে তৃণমূল সরকার যত দ্রুত সম্ভব নিয়োগ সংক্রান্ত জট কাটিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দিতে চাইছে। রাজ্য সরকারের সদর্থক চিন্তাভাবনার আরও এক বাস্তবায়ন হলো আজ। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, "আজ থেকেই ৩২৮ জন প্যানেলিস্টের চাকরি চিঠি পোস্ট হওয়া শুরু হবে।" পাশাপাশি, তিনিও বলেন যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রী আলোচনার মাধ্যমে এই নিয়োগ সংক্রান্ত জট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। তাই যাঁরা ধর্না দিচ্ছেন তাঁদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার অনুরোধও করেন কুণাল। মঙ্গলবার সকাল ১১ টা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে চাকরি প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়। অজিত কুমার নায়েক জানান সরকার বরাবরই সচেষ্ট ছিল চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে। ২০১৫ সালে ডিপার্টমেন্ট প্যানেল অ্যাপ্রুভ করে। এরপর চাকরিপ্রার্থীদের একটা বড় অংশ হাইকোর্টে মামলা করায় নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে যায়। সরকারের সদিচ্ছার কোন অভাব ছিল না বলেই, ২০২১ সালে ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পর ১৫০৬ জনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। ১৮৩৪ জনের মধ্যে এই ১৫০৬ জন চাকরি পাওয়ার পর যারা বাকি ছিলেন তাঁদের কনভার্টেড প্যানেল এবং অতিরিক্ত পাঁচ শতাংশ যুক্ত করে আজ তালিকা প্রকাশ করা হলো। তিনি বলেন ৫৭৬ নন জয়েনিং পোস্ট ছিল। তার ভিত্তিতেই ৩৬৪ জন নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। এই দিন ধর্না মঞ্চে উপস্থিত হয়ে পর্ষদ সভাপতি অজিত কুমার নায়েকের উপস্থিতিতে কুনাল ঘোষ আন্দোলনকারীদের অনশন প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেন এবং নিজে হাতে আন্দোলনকারীদের ফলে জুস খাইয়ে অনশন ভাঙায়। এ বিষয়ে কুনাল ঘোষ বলেন, দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২০০৯ এর চাকরিপ্রার্থীদের যে জট ছিল সেটি কেটে গিয়েছে ধীরে ধীরে সকলকেই নিয়োগ করা হবে আজ ৩২৮ জনের মধ্যে ৩১৪ জন কে নিয়োগপত্র দেয়া হলো। আগামী দিনে সকলেই যাতে নিয়োগ পায় সেদিকে রাজ্য সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।

# পঞ্চায়েত প্রধান পদে বাংলাদেশি নাগরিক! এসডিওকে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

**আপনজন:** গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে জাল ওবিসি সার্টিফিকেট জমা করে আসীন হয়েছেন বাংলাদেশী নাগরিক! এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এর ভিত্তিতে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে অমৃতা সিনহার বেঞ্চ ওই নব নিযুক্ত প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে চাঁচল মহকুমা শাসক কে। অভিযোগ,গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদহের চাঁচল বিধানসভার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন লাভলি খাতুন নামে এক মহিলা। অভিযোগ তিনি ভারতীয় নন। তিনি বাংলাদেশী নাগরিক। ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র বার করে তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং জেতার পর আপাতত তিনি পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। গ্রামবাসী পাঁচ মামলাকারীর অভিযোগ,পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বিডিওর কাছে অভিযোগ জানানো সত্বেও কোন সুরাহা হয়নি। তাদের আরো অভিযোগ,লাভলি খাতুনের জন্ম বাংলাদেশে। তারপর এদেশে আসার পর এক ভারতীয়র সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তার বাবা হিসেবে কাগজে-কলমে যার নাম রয়েছে তিনি তার জন্মদাতা পিতা নন। দত্তক পিতা হিসেবে তার নাম রয়েছে। কিন্তু মুসলিম আইনে দত্তক গ্রহণযোগ্য নয়। এবং এক্ষেত্রেই নথি বিকৃত করে লাভলি খাতুন জাল শংসাপত্র বার করেছেন বলে অভিযোগ। যদিও লাভলি খাতুনের আইনজীবীর পাল্টা দাবি তিনি ভারতীয় নাগরিক এবং তার কাছে যাবতীয় প্রমাণপত্র রয়েছে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের হিয়ারিং করে অভিযোগ শুনতে হবে চাঁচলের মহকুমা শাসক কে। পাশাপাশি লাভলি খাতুন কে তার প্রমাণ পত্রের সমস্ত নথি হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে আদালতে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি মহকুমা শাসক কে হলফনামা আকারে এ ব্যাপারে রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। ওইদিন আবার মামলার শুনানি হবে। এ বিষয়ে চাঁচল মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি জানান,কোর্টের নির্দেশ এখনো হাতে পায় নি। পেলে নির্দেশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সিপিএমের রাজ্য কমিটির নেতা জামিল ফিরদৌস জানান,নির্দেশের কথা শুনেছি।
দেখা যাক প্রশাসন কি তদন্ত করে। অন্যদিকে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মর্জিনা খাতুন জানান এ বিষয়ে বেশি মন্তব্য করব না,আইন আইনের পথেই চলবে। প্রশাসন যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিবে।

# মাধ্যমিক দিতে গিয়ে ইন্দাসে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

**আপনজন:** মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল এক পরীক্ষার্থী। হাসপাতালেই করা হলো তার পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা।
ইন্দাস ব্লকের ইন্দাস গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল রাজ খামার হাই স্কুলে। পরীক্ষা দিতে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করার মিনিট দশেক আগে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শবনন খাতুন এর হঠাৎ করেই পেটে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। বিষয়টি লক্ষ্য করে ওই ছাত্রীর বাবা শেখ মুজফফর ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলেন। তড়িঘড়ি করে ওই ছাত্রীকে ইন্দাস স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় এবং তার সেখানেই পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতেই পেটের যন্ত্রণা বেড়ে অবস্থার অবনতি হয় ওই ছাত্রীর। অবশেষে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয় তাকে। ছাত্রীর বাবা শেখ মুজফফর জানিয়েছেন, তিনি শিক্ষকদের কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে কিছুটা বেশি সময় দিয়ে ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। সে এমনিতে পড়াশোনায় ভালো এতদিন ধরে ভালো রেজাল্ট করে এসেছে। তবে সময়ের মধ্যেই মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করতে হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# পাড়ায় পাড়ায় শিবিরে মালদার জেলা শাসক

দেবাশীষ মল্লিক ● মালদা

**আপনজন:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদহ জেলাতে এসে বলেছিলেন, পাড়ায় পাড়ায় সমস্যা সমাধানের জন্যে যে ক্যাম্প চালু হয়েছে সেই ক্যাম্পে মানুষ যেন আরো বেশী করে আসেন সেটা দেখতে হবে জেলা প্রশাসনকে। ইতিমধ্যে জেলা জুড়ে যে সমস্যা সমাধানের ক্যাম্প চালু রয়েছে সেখানে প্রায় তিন লক্ষ মানুষ তাঁদের বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে আবেদন জমা করেছেন। ইতিমধ্যে আবেদন করা পঞ্চাশ শতাংশ মানুষের সমস্যা সমাধান করা হয়ে গিয়েছে জানালেন মালদহের জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া।
অন্যদিকে এই সমস্যা সমধান ক্যাম্পে সাফল্যের নিরিখে গোটা রাজ্যের মধ্যে মালদহ জেলা প্রথম স্থানে রয়েছে। জেলা শাসক বলেন চাষের মরশুম বলে অনেকে দিনের বেলা ক্যাম্পে আসতে পারছেন না এবার থেকে সন্ধ্যা রাতেও ক্যাম্প চলবে। উল্লেখ্য আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধান ক্যাম্প চলবে।

# প্রিপেইড কার্ড প্রদান, পুরস্কৃত ব্যাঙ্ক কর্মী

আজিজুর রহমান ● গলসি

**আপনজন:** ব্যাঙ্কের শতভাগ কর্মীদের প্রিপেইড কার্ড প্রদান করায় ব্যাংকের টেক মিত্র পুরস্কৃত করা হল। শুভম সাহা নামে ওই ব্যাংক কর্মীর হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন স্টেট ব্যাংকের গলসি শাখার ম্যানেজার ভবানী কুমার ও ডেপুটি ম্যানেজার রবীন রায়।
এদিন সকল ব্যাংক কর্মীদের সাথে নিয়ে তাকে সম্মানিত করা হয়। জানাগেছে, দুর্গাপুর রিজুন্যাল অফিস থেকে ওই কার্ড করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।
স্টেট ব্যাংকের সকল শাখা ওই কাজ করলেও শতভাগ কাজ সম্পুর্ন করেছে স্টেট ব্যাংকের গলসি শাখা। রবীন বাবু জানিয়েছেন, এটি এমন একটি কার্ড যেটিতে নিজের একাউন্ট থেকে টাকা তুলে ওই কার্ডে জমা রাখা হয়। এবং নিজেদের প্রয়োজন মতো তা বিভিন্ন জায়গায় খরচ করা হয়। শুভম জানিয়েছেন, সব ব্যাংকের শাখা ওই কাজ করেছে। তবে আমাদের ব্যাংক প্রথম হয়েছে। আমাকে দেওয়া পুরস্কার আগামী দিনে কাজ করতে উৎসাহ দেবে।

# জন্ম থেকেই মূক ও বধির, মানসিক শক্তির জোরে মাধ্যমিক তুহিনার

মাফরুজা মোল্লা ● কুলতলি

**আপনজন:** গ্রাম্য পরিবেশে কৃষক পরিবারে জন্ম।ছোট্ট ফুটফুটে তুহিনা লস্কর।জন্ম থেকেই মূকবধির। গ্রামের কেউ ঘুণাক্ষরে ভাবেনি বড় হয়ে একদিন মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে পরিবারে ছোট্ট মেয়েটি।মেয়ে মূকবধির হওয়ায় বাবা-মা ও বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।বাবা রাজ্জাক লস্কর পেশায় একজন ক্ষেতমজুর। মা ছুরাইয়া লস্কর গৃহবধু।সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কুলতলি ব্লকের জালাবেড়িয়া ২ পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর মধুসূদনপুর গ্রামে বসবাস করেন।ছোট থেকে পড়াশোনার প্রতি বেশ জেদ ছিল।
সেই জেদের জন্য লস্কর পরিবার তাদের ছোট্ট মেয়ে মূকবধির তুহিনা কে স্কুলে ভর্তি করেন।বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া সবুজ সাথী সাইকেল চড়ে প্রতিদিনই প্রায় ২ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে বন্ধুদের সাথে তুহিনা লস্কর 'জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুল' এ পড়াশোনা করতে যায়। স্কুলে বন্ধু দের সাথে হেসে খেলে দিন কাটালে ও মুখে কথা বলতে পারেনা বছর ১৭ বয়সের তুহিনা। ২০২৪ এ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। হাতের লেখা সুন্দর, মেধাবী ছাত্রী বলে জানিয়েছেন জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।
ছোট্ট থেকে বড় হয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে তুহিনা, লোক সমাজে বাবা মায়ের মুখে হাসি থাকলে ও তাদের হৃদয়ে দুঃখ যন্ত্রণার ঢেউ বইছে। তুহিনার বন্ধুরা যখন পড়তে বা গল্প করতে বসে তখন সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।মনের জোরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে। সম্পূর্ণ গাঁটের টাকায় খরচা করে আট কিলোমিটার দূরে সকাল সকাল মাধ্যমিক সেন্টারে পৌঁছাতে হয় তাকে। মাধ্যমিক পরীক্ষার সীট পড়েছে পাঁচুয়াখালী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম ঘরামী জানান,তুহিনা লস্করের পরীক্ষা দিতে যাতে করে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে।

# হোমিওপ্যাথি কোর্স শেষ করার পর ফের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় আপত্তি

সানাউল্লাহ আহমেদ ● কলকাতা

**আপনজন:** রবিবার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসে সাড়ম্বরপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হল রুরাল কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কার অ্যান্ড আয়ুষ কনফারেন্স-২০২৪। এদিনের সেমিনারে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল হোমিওপ্যাথি ডক্টরস ফোরামের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. কাজী মোহিত এবং সামগ্রিক উদ্যোগকর্তা বিশিষ্ট লেখক ও সমাজ সেবক ডাঃ এন হক। সম্প্রতি ডাক্তারিতে এক্সিট এক্সামিনেশনের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন ডা. মোহিত এবং ডাঃ সুজয় পালিত । ডাঃ মোহিত বলেন, মেডিক্যালে সর্বভারতীয় পরীক্ষা (নিট) দিয়ে পাশ করে ডাক্তারি পড়াশোনা শুরু।
এই কোর্স পাশ করে ফের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বসতে হবে বলে বলা হচ্ছে। এতে বিপাকের মধ্যে হাজার হাজার হোমিওপ্যাথি পড়ুয়ারা। কারণ, গোটা কোর্স সম্পন্ন করে ফের পরীক্ষায় বসা দুর্ভাগ্যজনক এবং রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাঁর বক্তব্য, ৩০ হাজারহোমিওপ্যাথি ডাক্তার ফার্মাকোলজি ট্রেনিং থেকে বঞ্চিত। ডাক্তারি পড়াশোনায় যাঁরা ফার্মাকোলজি ছাড়া পাশ করেছেন, তাদেরকে অবিলম্বে ফামাকোলজিস্ট কোর্স করাতে হবে সরকারকে।
এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি ঔষধ কোম্পানীর সঞ্চালক ডাঃ চঞ্চল কুমার দেব, ডাঃ শম্পা দাস, ডাঃ মুজিবর রহমান,ডা.এমসি ঝুনঝুনওয়ালা, ডা. সুজয় পালিত, ডা. এন হক ছাড়াও অন্যান্য চিকিৎসগণ উপস্থিত ছিলেন।
মঞ্চে অধ্যাপক এল এম খান ও সার্জেন ডা. ড. সুজয় পালিত, ডা. এসসি দেব- এমসি কুনজুনওয়ালাকে হোমিওপ্যাথি হোমিওপ্যাথি রিসার্চ ল্যাব্রোটারির ম্যানেজিং চিকিৎসায় শিক্ষা দানে অনন্য ভূমিকার জন্য ডিরেক্টর চঞ্চল চন্দ্র দেব, এম ভট্টাচার্য অ্যান্ড 'ইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা সংস্থার কিং অ্যান্ড কোম্পানির জ্যোতি হয়। বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হন ডা. এন হক, গোয়েঙ্কার তরফ থেকে বিমান ঘটক।
সেমিনারের মুখ্য সীমা দেব ও চঞ্চল কুমার দেবকে 'বঙ্গ গৌরব' ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ফাস্ট ডাক্তার হাসান মির্জা সম্মানিত করা হয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক ও লেখক মির্জা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অধিকর্তা নাইদুল হক সাহেব কে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে।

# জেলায় শুরু প্রাথমিকে নিয়োগের কাউন্সেলিং

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

**আপনজন:** মেধাতালিকা প্রকাশের পর প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ।
মঙ্গলবার মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া চাকরি প্রার্থীরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সামনে উপস্থিত হন কাউন্সিলিং এবং তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে। জানা গিয়েছে, মোট ১২৭ জন প্রাথমিক শিক্ষক জেলা জুড়ে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দিতে চলেছেন। এর মধ্যে মঙ্গলবার প্রথম দিনে প্রায় ৮৫ জনকে কাউন্সিলিং এবং তথ্য যাচাইয়ের জন্য ডাকা হয়েছে।
এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, 'আজ এবং আগামীকাল দুই দিনে আমরা মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ করতে চলেছি। ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন ও কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া চলছে। আজ ১ থেকে ৮৫ জনের তথ্য যাচাই ও কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া চলছে। বাকিটা আগামীকাল সম্পন্ন করা হবে।'

## প্রথম নজর

# রাফাহ আক্রমণে ‘বড় ধরনের’ বেসামরিক প্রাণহানি হতে পারে: জাতিসংঘ

**আপনজন ডেস্ক:** জাতিসংঘ বলছে, গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় ইসরায়েলি হামলা এড়াতে ‘সম্ভাব্য সবকিছু’ করতে হবে।
জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা দপ্তর সতর্ক করে বলেছে, স্থল আগ্রাসনের ফলে কী ঘটতে পারে তা আমরা সতর্ক করতে পারি এবং আইনে কী বলা আছে তা আমরা পরিষ্কার করতে পারি।
জাতিসংঘের অফিস ফর দ্য কোঅর্ডিনেশন অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্সের (ওসিএইচএ) মুখপাত্র জেনস লায়র্কে জেনেভায় এক ব্রিফিংয়ে বলেন, ‘আন্তর্জাতিক মানবিক আইন অনুযায়ী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় নির্বিচারে বোমা হামলা যুদ্ধাপরাধের শামিল হতে পারে।’
জেনস লায়র্কে বলেন, স্পষ্ট করে বলতে গেলে, এই পরিস্থিতিতে রাফায় তীব্র অভিযান বড় আকারের বেসামরিক প্রাণহানির কারণ হতে পারে এবং এটি এড়াতে অবশ্যই আমাদের ক্ষমতার মধ্যে সম্ভাব্য সবকিছু করতে হবে।
ইসরায়েলি বাহিনীর নির্দেশে রাফায় প্রায় ১৪ লাখ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে।

# ইয়েমেনের প্রধানমন্ত্রী হলেন আহমেদ আওয়াদ বিন মুবারক

**আপনজন ডেস্ক:** ইয়েমেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন আহমেদ আওয়াদ বিন মুবারক। নতুন পদে আসীন হওয়ার আগ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের এই সংঘাত কবলিত রাষ্ট্রটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তিনি।
প্রেসিডেন্সিয়াল ধাঁচের সরকার ব্যবস্থার দেশ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আব্দ রাব্বু মনসুর আল হাদি গত ৯ বছর ধরে সৌদি আরবে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। হুথি বিদ্রোহীদের হামলার মুখে টিকতে না পেরে ২০১৫ সালে সৌদিতে পালিয়ে যান আল হাদি।
আল হাদির অনুপস্থিতিতে মায়ানমারর নির্বাহী শাসন পরিচালনা করছে প্রেসিডেন্সিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিল নামের উচ্চপর্যায়ের একটি পর্ষদ। সেই পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আওয়াদ বিন মুবারককে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে। বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মাঈন আবদুলমালিক এখন থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল লিডারশিপ কাউন্সিলের একজন উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে ইয়েমেনের মন্ত্রিসভা।
২০১৫ সালে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় ইয়েমেনের সরকারি বাহিনীর। এখন পর্যন্ত যুদ্ধে কোনো পক্ষই চূড়ান্ত জয় কিংবা পরাজয় পায়নি। বর্তমানে ৫ লাখ ৩০ হাজার আয়তনের এই দেশটির অর্ধেক ইয়েমেনের সরকারের দখলে রয়েছে, বাকি অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করছে হুথি বিদ্রোহীরা।
যুদ্ধের শুরুর দিকে আহমেদ আওয়াদ বিন মুবারককে অপহরণ করেছিল হুথি বিদ্রোহীরা। পরে তাকে উদ্ধার করে সরকারি বাহিনী; কিন্তু ঐ ঘটনার পর থেকে ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গুরুত্ব বাড়তে থাকে আওয়াদ বিন মুবারকের।
২০২০ সালে ইয়েমেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন বিন মুবারক।

# মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা হারিয়েছে

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের কারণে ক্ষতির মুখে পড়ল ম্যাকডোনাল্ডস। মধ্যপ্রাচ্যসহ বেশ কিছু দেশে বয়কটের মুখে পড়ে গত চার বছরের প্রথম তিনমাসে বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা হারিয়েছে।
ম্যাকডোনাল্ডসের সিইও ক্রিস কেম্পজিনস্কি সোমবার বলেছেন, “এই যুদ্ধ মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে বিক্রয়ের ওপর ‘হতাশাজনক’ প্রভাব ফেলেছে।”
তিনি আরো বলেন, “যতদিন এই সংঘর্ষ, এই যুদ্ধ চলবে ...ততদিন আমরা ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখতে পাব না।
এই যুদ্ধ একটি মানবিক ট্র্যাজেডি, যা ঘটছে, আমি মনে করি এটি আমাদের মতো ব্র্যান্ডের ওপর প্রভাব ফেলেছে।” অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে মধ্যপ্রাচ্য, চীন এবং ভারতের জন্য এই ফাস্ট ফুড চেইন বিভাগের বিক্রয় ০.৭ শতাংশে পৌঁছেছে, যা প্রত্যাশার চেয়ে ৫.৫ শতাংশের অনেক কম।
এর আগে ম্যাকডোনাল্ডসের ইসরায়েল শাখা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়ে জানিয়েছিল, তারা প্রতিদিন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) কয়েক হাজার সদস্যকে বিনামূল্যে খাবার দেবে। কিছু হাসপাতালেও বিনামূল্যে খাবার দেওয়ার কথা জানায় প্রতিষ্ঠানটি।
এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম দেশগুলোর গ্রাহকরা ম্যাকডোনাল্ডসকে বয়কট করার আহ্বান জানায়। এর পরেই এই মন্দা দেখা দেয়।
ম্যাকডোনাল্ডস ইসরায়েলের শাখা এই ঘোষণার পর সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান, মিসর, বাহরাইন এবং তুরস্কের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো অনুদান থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছিল এবং সম্মিলিতভাবে গাজায় ফিলিস্তিনিদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সহায়তার ঘোষণা দেয়। যদিও শিকাগো-ভিত্তিক ম্যাকডোনাল্ডস সবচেয়ে আইকনিক ইউএস ব্র্যান্ডগুলোর একটি হিসাবে পরিচিত।
তবে বিশ্বব্যাপী এর বেশিরভাগ রেস্তোঁরা প্রত্যেক দেশের স্থানীয় মালিকদের অধীনে পরিচালিত হয়।
ম্যাকডোনাল্ডের সিইও কেম্পজিনস্কি বলেন, ‘২০২৪ সালে আমাদের টিকে থাকা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়লেও আমরা আমাদের ব্যবসার স্থিতিস্থাপকতায় আত্মবিশ্বাসী।’

# মায়ানমার সেনাবাহিনীর আরো দুই সদর দফতর দখল

**আপনজন ডেস্ক:** মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের শ্রাউক ইউ এবং কিয়াকতাও টাউনশিপে দেশটির জান্তা বাহিনীর আরো দুটি আঞ্চলিক সদরদফতরের দখল নিয়েছে বিদ্রোহী আরাকান আর্মির সশস্ত্র যোদ্ধারা।
সোমবার (৫ ফেব্রুয়ারি) আরাকান আর্মির পক্ষে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক শ্রাউক ইউ-তে বেশ কয়েকদিনের সহিংস সংঘাতের পর স্থানীয় সময় সকালে লাইট ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন (এলআইবি)-৩৭৮ সদর দফতরের দখল নেন তাদের যোদ্ধারা।
বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে লড়াই করে আসা রাখাইন রাজ্যের এই গোষ্ঠী বলেছে, সেনাবাহিনীর সদরদফতর দখলের অভিযানের সময় ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এতে মিয়ানমার জান্তার অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে।
এর আগে গত মঙ্গলবার শ্রাউক ইউ শহরে জান্তা বাহিনীর এলআইবি-৫৪০ এর সদরদফতরের দখল এবং এলআইবি-৩৭৭ ঘাঁটিতে হামলা চালায় আরাকান আর্মি।
বিদ্রোহী গোষ্ঠীটির দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর ওই তিনটি ব্যাটালিয়ন শ্রাউক ইউ শহরের ঐতিহাসিক রাজধানী, শ্রাউক ইউ প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, শহরের আবাসিক এলাকা এবং আশপাশের গ্রামগুলোতে গোলাবর্ষণ করেছে।
আরাকান আর্মি বলেছে, গত ২ ফেব্রুয়ারি কিয়াকতাও শহরে এলআইবি-৩৭ সদরদফতর এবং মিনবিয়া, কিয়াকতাও ও শ্রাউক ইউ শহরের অন্যান্য জান্তা ঘাঁটিগুলোতে হামলা চালিয়েছে যোদ্ধারা।
বিবৃতিতে আরাকান আর্মি বলেছে, আকাশ ও সমুদ্র থেকে জান্তা বাহিনীর বোমাবর্ষণের মাঝেই রাথেডং, পোন্নাগিউন, রামরি এবং অ্যান শহরে সংঘর্ষ চলছে। মংডু শহরের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া টাং পিয়ো সীমান্ত ফাঁড়িতে হামলা চালিয়েছে আরাকান আর্মি।
রোববার ও সোমবার প্রায় ৯০ জন জান্তা সৈন্য সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে।
যদিও মঙ্গলবার বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী বলেছেন, মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিপির সদস্যসহ দেশটির অন্যান্য বাহিনীর মোট ২৬৪ জন বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন।
সোমবার মিয়ানমার থেকে ছোড়া কামানের গোলায় বান্দরবানে এক বাংলাদেশি নারী ও এক রোহিঙ্গা পুরুষ নিহত হয়েছেন।
বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কামানের গোলায় প্রাণহানির এই ঘটনায় মায়ানমারের জান্তাকে দায়ী করেছে আরাকান আর্মি।
গত ১৩ নভেম্বর থেকে উত্তর রাখাইন ও প্রতিবেশী দক্ষিণ চিন রাজ্যের পালেতওয়া শহরজুড়ে জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে আসছে দেশটির এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী।
আরাকান আর্মি বলেছে, রাখাইনের রাজধানী সিত্তের কাছের পাউকতাও শহর এবং পুরো পালেতওয়াসহ অন্যান্য এলাকায় মায়ানমারের জান্তা বাহিনীর অন্তত ১৭০টি অবস্থান দখল করেছে তাদের যোদ্ধারা।
মায়ানমারের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দেশজুড়ে হামলা জোরদার করেছে জাতিগত বিদ্রোহীরা। এতে গত তিনদিনে পিডিএফ ও এথনিক আর্মড অর্গানাইজেশনসের (ইএও) হামলায় ৬২ সেনা নিহত হয়েছে। এছাড়া বেশকিছু সামরিক ঘাঁটিও দখল করেছে বিদ্রোহী ও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো।

# আল-আকসা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ভবন ধ্বংস করেছে ইসরায়েল

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলি সেনাবাহিনী মঙ্গলবার গাজা উপত্যকায় অন্যতম প্রাচীন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-আকসা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ভবন ধ্বংস করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে আনাদোলু এজেন্সি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
একজন প্রত্যক্ষদর্শী আনাদোলুকে বলেছেন, ‘ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা সিটির পশ্চিমে চলে গেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দুটি ভবনে গোলাবর্ষণ করে ধ্বংস করেছে।’ আনাদোলুর একজন সাংবাদিকের মতে, ক্যাম্পাসে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের ওপর এদিন গুলি চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।
তবে হতাহতের বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় বিমান ও স্থল আক্রমণ শুরু করেছে।
গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, এ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৭ হাজার ৫৮৫ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৬৬ হাজার ৯৭৮ জন আহত হয়েছে।
অন্যদিকে হামাসের হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ মানুষ নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
এদিকে জাতিসংঘের মতে, গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা ইসরায়েলি আক্রমণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এদের সবাই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় ছাড়াই বসবাস করছে।

# কবরস্থানে মৃতদের সঙ্গে থাকছেন গাজার বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা

**আপনজন ডেস্ক:** দখলদার ইসরায়েলের হামলায় বারবার বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন ফিলিস্তিনের গাজার বাসিন্দারা। অঞ্চলটির কোনও স্থান আর নিরাপদ না থাকায় বসবাসের স্থান বারবার পরিবর্তন করতে হচ্ছে তাদের। এভাবে বারবার বাস্তুচ্যুত হয়ে শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদ আমের এবং তার পরিবার এখন আশ্রয় নিয়েছে রাফাহ শহরের একটি কবরস্থানে। সেখানে তারা এখন মৃতদের সঙ্গে থাকছেন। এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, রাফাহর এই কবরস্থানে মোহাম্মদ আমেরসহ আরো কয়েকটি পরিবার বসবাস করছে। বালুকাময় বিস্তৃত এই কবরস্থান থেকে দেখা যায় ভূমধ্যসাগর। তারা কবরস্থানে এসেছেন কারণ– অন্য জায়গা থেকে এই স্থানটিকে নিরাপদ মনে হয় তাদের। মূলত এই স্থানটিতে দখলদার ইসরায়েলি সেনারা কোনো বোমা হামলা চালায় না। মোহাম্মদ আমের বলেন, ‘মানুষ নিরাপদ এ স্থানে আসতে বাধ্য হয়েছে। যেটি মৃতদের কবর দেওয়ার একটি স্থান।’ আমের গাজার উত্তরাঞ্চলের আল শান্তি শরণার্থী ক্যাম্পে থাকতেন। জীবন বাঁচাতে ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনিসহ পরিবারের ১১ সদস্যকে নিয়ে পালিয়ে এদিকে চলে এসেছেন তিনি।
তিনি বলেন, ‘আবাসিক এলাকায় আমাদের মাথার ওপর ভবন ভেঙে পড়তে পারে। সেখান থেকে এই এলাকা ভালো।’ গাজা উপত্যকার প্রায় সব মানুষ এখন রাফাহতে আশ্রয় নিয়েছেন। ইসরায়েল হুমকি দিয়েছে, গাজার খান ইউনিসে তাদের অভিযান শেষ হলে রাফাহতে আক্রমণ চালানো হবে।
মিসর সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক কাজ করছে। যে কবরস্থানটি আমের ও তার পরিবার অবস্থান করছে; সেখানকার বেশিরভাগ কবর যুদ্ধের আগের। কবরগুলোর ওপর দিয়ে বেড়ে উঠেছে লতাপাতা। তবে সেখানে নতুন কবরও আছে। যার মধ্যে অনেকে চলমান এ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।
আমের বলেছেন, ‘প্রতিদিন সমাহিত করার জন্য এখানে মরদেহ নিয়ে আসা হয়। আমরা তাদের জন্য দোয়া করি এবং তাদের সঙ্গে থাকি এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।’
আমের জানিয়েছেন, খাদ্য ও পানির অভাব এবং ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত হামলা তাদের জন্য খুবই ভয়ানক।
তিনি বলেছেন, ‘মৃতরা আরামে আছে, আমরা যারা বেঁচে আছি তারা কষ্টে আছি এবং খুবই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।’

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# নতুন পারমাণবিক চুল্লি তৈরির ঘোষণা দিল ইরান

**আপনজন ডেস্ক:** নতুন একটি পারমাণবিক চুল্লির নির্মাণকাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে পশ্চিম এশিয়ার দেশ ইরান। দেশটির ইসফাহান নগরীতে এটি নির্মাণ করা হচ্ছে। সোমবার এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এর কয়েক দিন আগেই দক্ষিণাঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণকাজ চলছে বলে জানিয়েছিল দেশটি।
ইরান জানিয়েছে, এটি দেশের চতুর্থ পরমাণু চুল্লি। ইসফাহানের পরমাণু কেন্দ্রে এই চুল্লিটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার ইরানের সরকার জানিয়েছিল, দেশের দক্ষিণে একটি পরমাণু প্রকল্পের কমপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে।
ইরানের আণবিক শক্তি সংগঠনের প্রধান মোহাম্মদ ইসলামি বলেছেন, ইসফাহানের স্থাপনায় এই চুল্লির ভিত্তি নির্মাণে সোমবার কংক্রিট ঢালার কাজ শুরু হয়েছে।
ইরানের জাতীয় সংবাদমাধ্যম আইআরএনএ এই খবর প্রকাশ করেছে। তারা জানিয়েছে, নতুন এই পরমাণু চুল্লিটি ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। সঙ্গে এটি আরও বেশ কিছু কাজ করতে সক্ষম হবে। এই চুল্লি তেল এবং পরমাণু সংক্রান্ত জিনিস পরীক্ষা করতে পারবে।
রেডিওআইসোটোপ তৈরি করার ক্ষমতা আছে এই চুল্লির। এছাড়াও রেডিওফারমাসিউটিকলসও তৈরি করার ক্ষমতা আছে এই চুল্লির।
ইসফাহানের এই কেন্দ্রে এর আগে তিনটি পরমাণু চুল্লি তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলো এখন সচল।
ইরানের পরমাণু প্রকল্প নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব বরাবরই উদ্বিগ্ন। তাদের বক্তব্য, ইরান যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম মজুত করছে, তা দিয়ে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করা যায়।
বস্তুত, একের পর এক পরমাণু কেন্দ্র গড়ে তুলে ইরান আসলে অস্ত্র তৈরির পথেই এগোচ্ছে বলে মনে করছে পশ্চিমা দেশগুলি।
ইরান অবশ্য কখনোই এই বক্তব্য সমর্থন করে না। তারা বরাবরই জানিয়ে এসেছে যে, তাদের সমস্ত পরমাণু প্রকল্পই জনগণের জন্য। অর্থাৎ, মূলত বিদ্যুৎপ্রকল্প। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলি ইরানের এই বক্তব্য সমর্থন করে না। বস্তুত, ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি হয়েছিল অ্যামেরিকা-সহ পশ্চিমা দেশগুলির। ২০১৮ সালে ট্রাম্পের সময়ে অ্যামেরিকা সেই চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ইরানের উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অ্যামেরিকা।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৪ মি.

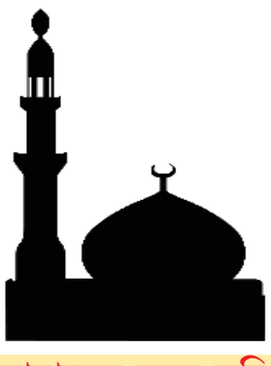

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.৫০ | ৬.১২ |
| যোহর | ১১.৫৬ | |
| আসর | ৩.৫২ | |
| মাগরিব | ৫.৩৪ | |
| এশা | ৬.৪৪ | |
| তাহাজ্জুদ | ১১.১২ | |

# পঞ্চমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে ব্লিঙ্কেন

**আপনজন ডেস্ক:** সৌদি আরবের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পাশাপাশি যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় যুদ্ধবিরতি ও ত্রাণ সরবরাহ এবং যুদ্ধপরবর্তী এই ভূখণ্ডের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে মধ্যপ্রাচ্য সফর শুরু করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এ নিয়ে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলার পর থেকে পঞ্চমবারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে সফর করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

# ট্রাম্প নির্বাচিত হলে ন্যাটো জোটের অস্তিত্ব থাকবে না, জার্মানির আশঙ্কা

**আপনজন ডেস্ক:** জার্মানির নেতাদের মধ্যে আশঙ্কা বাড়ছে যে, চলতি বছরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হন তাহলে উত্তর আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটো জোটের অস্তিত্ব থাকবে না।
আমেরিকার প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমস এ খবর দিয়েছে। গত মাসে লাস ভেগাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নির্বাচনী সভায় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ন্যাটো জোটের জন্য আমেরিকা বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করছে কিন্তু বিনিময়ে আমরা তেমন কিছু পাচ্ছি না। সেসময় তিনি আরো বলেছিলেন, আমাদের যদি কখনো তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে বলুন আমরা হামলার শিকার হয়েছি, তখন তারা কেউ থাকবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।
ট্রাম্প বারবার ওয়াশিংটনের ন্যাটো মিত্রদের তাদের খরচ বহনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছেন এবং ২০১৭ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সামরিক জোট অচল। আগামী নভেম্বর অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প শক্তিশালী প্রার্থী। বিভিন্ন জরিপে দেখা যাচ্ছে- প্রেসিডেন্ট বাইডেনের চেয়ে ট্রাম্প এগিয়ে রয়েছেন।

# এবার ইতালিকে সতর্ক করলেন হুতি নেতা

**আপনজন ডেস্ক:** ইতালি যদি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইয়েমেনের বিরুদ্ধে চলমান হামলায় অংশ নেয় তবে দেশটি হুতি বিদ্রোহীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন দলটির অন্যতম শীর্ষ নেতা মোহামেদ আলি আল-হুতি।
ইতালির একটি দৈনিক পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন বলে জানায় সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। সোমবার পত্রিকাটিতে ওই সাক্ষাৎকার প্রকাশ পায়।
ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে গাজায় ইসরায়েলের অভিযান বন্ধের দাবি জানিয়েছে। নতুবা তারা লোহিত সাগরের শিপিং রুটে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা অব্যাহত রাখবে বলেও হুমকি দিয়েছে। বলেছে, গাজা যুদ্ধ অবসানের মাধ্যমেই কেবল ওই অঞ্চলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে পারে।
এদিকে, হুতি বিদ্রোহীদের হামলার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য গত শনিবার ইয়েমেন জুড়ে ১৩টি এলাকায় হুতিদের অন্তত ৩৬টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়।
রোববারও যে হামলা অব্যাহত ছিল। ইতালি গত শুক্রবার জানিয়েছে, তারা লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজগুলোকে রক্ষা করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ‘রেড সি নেভাল মিশন’ এ ‘দ্য অ্যাডমিরাল ইন কমান্ড’ প্রদান করবে। মাঝ ফেব্রুয়ারি থেকে লোহিত সাগরে ইইউর এই অভিযান শুরু হবে।

# কানাডা বিদেশিদের বাড়ি কেনার ওপর নিষেধাজ্ঞা বাড়াচ্ছে

**আপনজন ডেস্ক:** কানাডা বিদেশি নাগরিকদের ওপর বাড়ি কেনায় নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ আরো দুই বছর বাড়াতে যাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির পর দেশটির আবাসন খাতে সৃষ্ট অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে জাস্টিন ট্রুডোর সরকার। এর আগে একই কারণে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ সীমিত করার কথা জানায় কানাডা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নতুন প্রস্তাবের বিষয়টি অবহিত করেন কানাডার অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড। খবর ভ্যাঙ্কুভার সান।
এক বিবৃতিতে ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড বলেন, ‘বিদেশিদের ওপর বাড়ি কেনার নিষেধাজ্ঞা ২০২৭ সাল পর্যন্ত বাড়াতে চাচ্ছে সরকার। গত বছর দেওয়া নিষেধাজ্ঞা ২০২৫ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। ঐ ঘোষণা অনুসারে, কানাডার নাগরিক নন এমন ব্যক্তি কিংবা তাদের কোনো প্রতিষ্ঠান দেশটিতে বাড়ি কিনতে পারবে না। অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। বিশেষ করে সাময়িকভাবে কাজের অনুমোদন পেয়েছেন এমন ব্যক্তি, শরণার্থী ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিলযোগ্য। নিষেধাজ্ঞা আইন অনুসারে, যদি কোনো বিদেশি আইন লঙ্ঘন করেন তাহলে তাকে ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হবে। পাশাপাশি সেই সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হবেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা, ২২ মাঘ ১৪৩০, ২৫ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

## সরলীকরণ

একটি প্রবাদ আছে, পৃথিবী হইতে অমঙ্গলকে উড়াইয়া দিয়ো না, উহা মঙ্গল-সমেত উড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ মঙ্গল ও অমঙ্গল পরস্পরের সহিত একাকার হইয়া মিশিয়া থাকে। সত্তর-আশির দশকের একটি কার্টুন সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল—ইয়া লম্বা মোটাতাজা এক ধনকুবের তাহার বিশাল বপু লইয়া মুরগির বড় ঠ্যাং গ্রোগ্রাসে খাইতেছেন। তাহার চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে সদ্য খাওয়া হাড়ের টুকরা। আর ঠিক ঐ ধনকুবেরের পায়ের সন্নিকটে অপুষ্টিতে ভোগা লিলিপুটের ন্যায় ছোট্ট একটি ভুখা-নাঙ্গা গরিব ব্যক্তি হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আহা! এই হইল ধনী-গরিবের সরলীকরণ চিত্র। ইহার অন্তর্গত পরিপূরক বিষয়টি বিশ্লেষণের পূর্বে আমরা সম্প্রতি প্রকাশিত অক্সফামের একটি সম্পূরক প্রতিবেদনের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি।

অক্সফামের 'সারভাইভ্যাল অব দ্য রিচেস্ট' প্রতিবেদনের আলোকে গত সোমবার সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সম্মেলনে বলা হয়—বিশ্বে চরম ধনী ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ইহার পাশাপাশি ক্রমাগত বাড়িতেছে। ১০ বছরে বিশ্বে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, গত দুই বছরে নূতন অর্জিত ৪২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদের মধ্যে ২৬ ট্রিলিয়ন (৬৩ শতাংশ) ১ শতাংশ ধনীর হাতে এবং ১৬ ট্রিলিয়ন (৩৭ শতাংশ) অবশিষ্ট ৯৯ শতাংশ জনগোষ্ঠীর হাতে উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া কোটিপতিদের আয় প্রতিদিন গড়ে ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার করিয়া বাড়িতেছে। অপর দিকে বিশ্বের জনসংখ্যার নিচের দিকে থাকা ৯৯ শতাংশ মানুষ যাহা পাইয়াছে, ইহার প্রায় দ্বিগুণ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীর পকেটে ঢুকিয়াছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, একই সময়ে বিভিন্ন দেশের ১৭০ কোটি শ্রমিক চরম মুদ্রাস্ফীতির শিকার এবং ৮২ কোটি মানুষ অনাহারে দিন কাটাইতেছেন। অক্সফাম জানাইতেছে যে, গড়ে বিশ্বের ৬৩ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীর হাতে থাকিলেও ভারতে এই হার ৪১ শতাংশ। যদিও অক্সফাম ইন্ডিয়ার সিইও জানাইয়াছেন, ভারতের দরিদ্র মানুষ আর্থিক বৈষম্যের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ ধনীর হাতে রহিয়াছে বলিয়া অন্য একটি প্রতিবেদনে উঠিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে যে, ২০২১ সালে বাংলাদেশের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর নিট আয় বৃদ্ধি পায় নাই। ২০২০ সালে তাহাদের হাতে থাকা সম্পদের পরিমাণ মোট জাতীয় সম্পদের ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ, ২০২১ সালেও যাহা একই ছিল। এই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছিল প্যারিস স্কুল অব ইকোনমিকসের বৈশ্বিক অসমতা প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনের তথ্যানুসারে, গত ২০ বছরে বাংলাদেশের শীর্ষ ধনীদের সম্পদ ও আয়ের অনুপাত কিছুটা কমিয়াছে। আবার একই সময়ে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় সাড়ে সাত গুণ।

ধনী-দরিদ্রের এই বৈষম্যের বিষয়টি বিশ্বের সবচাইতে জটিল সমস্যা। বলা যায়, ইহার জন্য বিশ্ব একসময় ভাগ হইয়া গিয়াছিল সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদে। উহার রেশ এখনো সম্পূর্ণ ফুরায় নাই। এরর অ্যান্ড চেকের মাধ্যমে বিশ্ব ক্রমশ মুক্তবাজার অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা সত্য যে, সমগ্র পৃথিবীর তিন ভাগ পানি যদি প্রশান্ত মহাসাগরের সুগভীর খাদ 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ'-এ আরও প্রশস্ত হইয়া সেইখানে আটকাইয়া থাকিত, তাহা হইলে বাকি পৃথিবীর বৃহৎ অংশ মরুভূমি হইয়া যাইত। অর্থাৎ চরম বৈষম্য বা কনট্রাস্ট কখনো ভালো কিছু নহে; কিন্তু ধনী মাত্রই তো 'মারিয়ানা ট্রেঞ্চ' নহে। বরং বিশ্বের অধিকাংশ ধনীরাই বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ধনীরা যে চিরকাল মুনাফাই করেন তাহা নহে, তাহাদের চৌকশ কর্মীদের মাধ্যমেই ব্যবসা প্রসারিত করেন, আবার ভুল ব্যবস্থাপনা বা দুর্বল কর্মীদের মাধ্যমে ক্ষতিরও শিকার হন। বলা যায়, তাহারা পরিপূরক। মনে রাখিতে হইবে, মহান সৃষ্টিকর্তা ব্যবসাকে হালাল করিয়াছেন। সুতরাং সকল কিছু সাদা চোখে সরলীকরণ করিলে নেপথ্যের ইতিবাচক সত্যও চাপা পড়িয়া যায়।

# এই ভয়াবহতার কোনো ব্যাখ্যা নেই!

**দুই দিন আগে টাইমস অব ইসরাইল পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিদিন শয়ে শয়ে প্রাণ ঝরছে ইসরাইল-হামাস সংঘাতে। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে চলমান যুদ্ধে গত চার মাসে গাজায় ২৭ হাজার ১৩১ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১১ হাজার ৫০০ শিশু রয়েছে। আহত হয়েছে ৬৬ হাজার ২৮৭ জন। অন্তত ১৭ হাজার শিশু পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে জাতিসংঘের চিলড্রেন এজেন্সির এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। লিখেছেন গিডিয়ন লেভি।**

দুই দিন আগে টাইমস অব ইসরাইল পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতিদিন শয়ে শয়ে প্রাণ ঝরছে ইসরাইল-হামাস সংঘাতে। গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে চলমান যুদ্ধে গত চার মাসে গাজায় ২৭ হাজার ১৩১ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১১ হাজার ৫০০ শিশু রয়েছে। আহত হয়েছে ৬৬ হাজার ২৮৭ জন। অন্তত ১৭ হাজার শিশু পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়েছে বলে জাতিসংঘের চিলড্রেন এজেন্সির এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ইউনিসেফ জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার প্রায় সব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন জরুরি ভিত্তিতে।

ইউনিসেফের গাজা অঞ্চলের চিফ কমিউনিকেশন অফিসার জনাথান ক্রিক্স মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বলেছেন, 'স্বজন ও পরিবার হারানোর একেকটি হৃদয়বিদারক গল্প রয়েছে গাজার প্রতিটি শিশুর।'

ভয়াবহ গাজা যুদ্ধ শিশুদের জন্য কী ধরনের দুর্দিন বয়ে এনেছে, তা সহজে অনুমেয়। মারা যাওয়া শিশুর মধ্যে এমন ২৬৮ শিশু রয়েছে, যারা এক বছর বয়সের গণ্ডিও পার হতে পারেনি। বলা যায়, তাদের বয়স 'শূন্য' বছর! অনেক শিশু জন্মের পরপরই নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে অনেকেই 'নাম-পরিচয়হীন'—পরিবার তাদের নাম রাখারও সময় পায়নি!

আবদুল জাওয়াদ হুসু, আবদুল খালেক বাবা, আবদুল রহিম আওয়াদ, আবদুল রউফ আল-ফারা, মুরাদ আবু সাইফান, নাবিল আল-ইদি, নাজওয়া রাদওয়ান, নিসরিন আল-নাজার, ওদে আল-সুলতান, জায়েদ আল-বাহবানি, জেইন আল-জারুশা, জায়েন শাতাতের মতো বহু শিশু তাদের প্রথম জন্মদিন উদ্যাপন করতে পারেনি, কোনো দিন পারবেও না; কারণ, তাদের বাস আজ পরকালে।

একবার ভাবুন তো। তাদের বাবা-মা কি ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে, তাদের এমন দিন দেখতে হবে? গাজায় শুধু 'এক বছর পার না করা' শিশুই মারা পড়েনি; নিহত শিশুদের মধ্যে এক বা দুই বছর বয়সি শত শত শিশু রয়েছে। তিন বা চার বছর বয়সি শিশু কিংবা পাঁচ, ছয়, সাত বা আট বছর বয়সি শিশু—রেহাই পায়নি কেউই! প্রাণ ঝরেছে বহু যুবকের। লাশ হয়েছে অগণিত নারী-বৃদ্ধ।

যুদ্ধ মানেই হাজারে হাজারে হতাহত। তবে সংঘাতের মুখে পড়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা নিতান্ত হৃদয়বিদারক। গাজায় শিশুমৃত্যুর তালিকা এতটাই দীর্ঘ যে, বিখ্যাত কোনো সিনেমা শেষে নামের দীর্ঘ তালিকা ভেসে আসার মতো দৃশ্য, যে দৃশ্য দেখার সময় কানে ভেসে আসে বেদনাবিধুর সুর।

গাজার ২৩ লাখ মানুষের প্রায় অর্ধেকই শিশু। হামাস ও ইসরাইলের মধ্যকার এই ভয়াবহ যুদ্ধের কারণে তাদের জীবনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মারাত্মকভাবে। ইসরাইল বেসামরিক নাগরিকদের প্রাণহানি এড়ানোর দাবি করছে বটে, কিন্তু থেমে নেই হতাহত। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় সাড়ে ১১ হাজারের বেশি শিশু তো নিহত হয়েছেই, একই সঙ্গে আহত হয়েছে এর চেয়ে বহুগুণ।

আরো দুঃখজনক হলো, এমন ঘটনাও আছে—গাজা যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যেই হাসপাতালে শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। তার কোনো 'নাম' নেই। কেননা, তার নাম রেখে যেতে পারেননি বাবা-মা। এর আগেই ইসরাইলি হামলায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন তারা। কী মর্মান্তিক!

যেসব শিশু মারা গেছে, তাদের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু হামলা থেকে বেঁচে ফেরা শিশুদের অবস্থা কী? হাজার হাজার শিশু আছে, যারা খুব কাছ থেকে তাদের প্রিয়জনদের মৃত্যু দেখেছে। অনেকে বাবা-মাকে কবর দিতে দেখেছে। আগুন বা ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে স্বজনদের দেহ বের করার চাক্ষুস সাক্ষী অনেক শিশু। কোমলমতি এসব শিশুর মনের অবস্থা কী, বুঝতে পারছেন? হাজার হাজার শিশু পঙ্গুত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অনিশ্চিত জীবনে তাদের অবলম্বন এখন 'কাঠের পা'। ভীতিকর পরিবেশ ও বোমার বিকট শব্দে শ্রবণশক্তি হারিয়ে চিরকালের জন্য 'হতবাক' হাজার হাজার শিশু। ভাবা যায় এই দৃশ্য!

> একবার ভাবুন তো। তাদের বাবা-মা কি ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে, তাদের এমন দিন দেখতে হবে? গাজায় শুধু 'এক বছর পার না করা' শিশুই মারা পড়েনি; নিহত শিশুদের মধ্যে এক বা দুই বছর বয়সি শত শত শিশু রয়েছে। তিন বা চার বছর বয়সি শিশু কিংবা পাঁচ, ছয়, সাত বা আট বছর বয়সি শিশু—রেহাই পায়নি কেউই! প্রাণ ঝরেছে বহু যুবকের। লাশ হয়েছে অগণিত নারী-বৃদ্ধ।

ইউনিসেফের কর্মকর্তা জনাথান বলেছেন, গাজায় শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অঞ্চলের প্রায় এক মিলিয়ন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যসহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। জনাথানের ভাষায়, 'গাজার শিশুদের ক্রমাগত উদ্বেগ, ক্ষুধা হ্রাস ও ঘুমাতে না পারার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তারা যখনই বোমা হামলার শব্দ শোনে, মানসিকভাবে চরম আতঙ্কিত হয়।' জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যান অনুসারে, এই যুদ্ধে বাবা-মা উভয়কেই হারিয়েছে ১০ হাজার শিশু। বলতেই হয়, এটা এমন এক যুদ্ধ, যেখানে প্রতি ঘণ্টায় মারা পড়ছেন দুই জন মা। কোনো ব্যাখ্যা, কোনো যুক্তি বা অজুহাত এই ভয়াবহতাকে ঢেকে রাখতে পারবে না কখনোই।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইসরাইল ভূখণ্ডে হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলি বাহিনী। ইসরাইলি হামলায় হাসপাতাল, স্কুল, শরণার্থী শিবির, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। নিহত হয়েছে বহু মানুষ। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, ইসরাইলের অগ্রাসনে কমপক্ষে ২৭ হাজার ২৩৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এছাড়া ইসরাইলি হামলায় আহত হয়েছে আরো ৬৬ হাজার ৪৫২ ফিলিস্তিনি।

গাজায় নিহতের শিকার শিশুদের কথা ভেবে দেখুন। কোনো শিশু হয়তো দোলনার মধ্যেই মারা পড়েছে। ডায়াপার পরিহিত অবস্থাতেই মারা গেছে কেউ কেউ। ঠান্ডা মাথায় ভাবুন সেই শিশুদের কথা, যারা জীবন রক্ষার জন্য দৌড়ানোর মতো বয়সেরও ছিল না! এক মুহূর্তের জন্য হলেও চোখ বন্ধ করে ভাবুন, ১০ হাজার ক্ষুদ্র লাশের সারি দেখতে ঠিক কেমন হতে পারে! ধরুন, লাশগুলো পাশাপাশি পড়ে আছে; সেগুলোর কফিন খুলে তাদের নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকান। গণকবরগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ান; সেখানে একই কবরে কয়টি লাশ দাফনে বাধ্য হয়েছেন পিতামাতা, গুনে দেখুন। পরিস্থিতি কতটা বিভীষিকাময়, বুঝতে পারছেন?

এই যে নির্বিচার শিশু হত্যা—এটা কী বার্তা দেয়? এর থেকে ঠিক কী লাভ হবে ইসরাইলের? এর জন্য অদূর ভবিষ্যতে তেল আবিবের কোনো মূল্য চোকাতে হবে কি না, তা নিয়ে কি কেউ ভাবছে? তবে যে যাই বলুক না কেন, শিশুরা যেভাবে নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ও হচ্ছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

ইসরাইল কী ভাবছে, তারা কী বলছে, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। 'তারা (হামাস) শুরু করেছে', 'এ ছাড়া আমাদের হাতে কোনো বিকল্প ছিল না, নেই', 'আমাদের কে কী করবে?' 'নিরপরাধ মানুষের হত্যা এড়াতে যা যা করা সম্ভব, তার সবই করেছে ও করছে আইডিএফ'—এ ধরনের নানা কথা ও মন্তব্য শোনা যায় তেল আবিবের পক্ষ থেকে। তবে সত্য বা বাস্তবতা যে ইসরাইল আদৌ পাত্তা দেয় না বা দিতে চায় না, এমনকি তারা এতে বিন্দুমাত্র আগ্রহও দেখায় না, তা সবার জানা!

ফিলিস্তিনিরা তাদের সন্তানদের ভালোবাসে না এবং ফিলিস্তিনি শিশুরা কেবল সন্ত্রাসীই হয়ে উঠবে—এ ধরনের কথার কি কোনো ভিত্তি আছে? এমন দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় একটা ভূখণ্ডের গোটা প্রজন্মকে মুছে ফেলার প্রবণতা কি কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? এই দৃশ্য কি কোনোভাবে ভোলার মতো? যেসব পিতামাতা সন্তান হারাচ্ছেন, তারা কি সব বেমালুম মন থেকে ঝেড়ে ফেলবেন? বিশ্বের বিবেকবান মানুষই-বা শিশু হত্যার ঘটনায় কতক্ষণ নীরব থাকবে? এসব প্রশ্ন বেশ জটিলই।

একটা বিষয় অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। গাজায় এখন পর্যন্ত যেসব শিশু মারা গেছে, যদি ডিজিটাল স্ক্রিনের পর্দায় তাদের তালিকা প্রদর্শন করতে চাওয়া হয়, তাহলে পাক্কা সাত মিনিট সময় লাগবে! অর্থাৎ, আপনি যদি গাজা যুদ্ধে নিহত শিশুদের তালিকা দেখতে চান, তাহলে আপনাকে সাত মিনিট ধরে দম বন্ধ করে তা দেখতে হবে। গাজার শিশুদের দুর্বিষহ জীবনের মতোই করুণ এই দৃশ্য। সত্যিই, গাজার হাজার হাজার শিশুর নির্বাচিার হত্যাকাণ্ড দেখে চুপ থাকা কঠিনই। বাস্তবিক অর্থেই 'শেষ পর্যন্ত চুপ থাকাটা যে কারো জন্যই কঠিন।'

*লেখক: হারেটেজর নিয়মিত কলামিস্ট ও সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য*

*হারেটজ থেকে অনুবাদ: সুমৃত খান সুজন*

# মায়ানমারে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা কেন কাজ করছে না

চারমাইন উইলিস
কিথ এ প্রেবল

মায়ানমারে প্রায় এক দশক সীমিত পর্যায়ের গণতন্ত্র থাকার পর ২০২১ সালে যখন সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে, তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র প্রয়োগ করল। সেটি হলো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা।

সেনা অভ্যুত্থানের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলোসহ বেশ কিছু দেশ জান্তানিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে কিংবা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে।

১ ফেব্রুয়ারি ছিল সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থানের তৃতীয় বার্ষিকী। ওই দিন যুক্তরাষ্ট্র মায়ানমারের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। যুক্তরাষ্ট্র এমন এক সময়ে এই নতুন নিষেধাজ্ঞা দিল, যখন জাতিগত সংখ্যালঘু সশস্ত্র গ্রুপগুলোর সঙ্গে সেনাবাহিনীর গৃহযুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করেছে।

কিন্তু এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের এসব নিষেধাজ্ঞা জান্তা সরকারকে গণতন্ত্রের পথে ফেরাতে পারেনি কিংবা গণতন্ত্রপন্থী প্রতিরোধযোদ্ধাদের সঙ্গে জান্তা বাহিনীর সমঝোতার পথ তৈরি করতে পারেনি।

২০১০ সালের আগে মিয়ানমার গণতান্ত্রিক সরকার পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। ওই সময়টাতে দেশটির ওপর যেসব মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল, তার সঙ্গে বর্তমানে আরোপ করা মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অনেক মিল রয়েছে।

২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং অন্যান্য কিছু দেশ মায়ানমারের বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানকে নিশানা করে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল দেশটির গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনকারীদের ওপর জান্তার নিপীড়ন রোধ।

২০২১ সালে জান্তার অভ্যুত্থানের পর সামরিক সরকার ও তার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিকভাবে কাবু করতে অধিকতর শক্তিশালী অবরোধ আরোপ করা হয়। পূর্ববর্তী সময়ে আর্থিক সাজাগুলো ব্যাপক ছিল এবং সেটি সমগ্র মায়ানমারের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। দেশটির ওপর পশ্চিমারা যেসব নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তা একটি সুনির্দিষ্ট ছক ধরেই দেওয়া হয়েছে।

মায়ানমারের ওপর ২০২১-পরবর্তী মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আরোপের আইনি ভিত্তি ছিল 'নির্বাহী আদেশ-১৪০১৪ '। এই নির্বাহী আদেশটি মায়ানমারের বিমানবাহিনীকে জেট ফুয়েল সরবরাহ করার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানকে নিশানা করার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ধরন দেখলে বোঝা যাবে, যুক্তরাষ্ট্র মায়ানমারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ধরনে পরিবর্তন এনেছে। ওই নিষেধাজ্ঞায় বাইডেন প্রশাসন স্পষ্টতই আর্থিকভাবে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে মায়ানমারের জেনারেলদের নিশানা করেছে। মায়ানমারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভঙ্গি না নিয়ে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই সমন্বয়ের প্রমাণ মেলে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর। ওই দিন যুক্তরাজ্য, কানাডা ও ইইউর সঙ্গে এক হয়ে মায়ানমারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের একটি প্যাকেজ ঘোষণা করে। যেমন ইইউ এই প্যাকেজের আওতায় মায়ানমারে সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানি ওপর বিধিনিষেধ, জান্তা কর্মকর্তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, ভিসা ও ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়।

যুক্তরাষ্ট্র মায়ানমারের বিশেষ পদাধিকারী নাগরিকদের তালিকা ধরে একটি কালোতালিকা বানায়। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে মার্কিন নাগরিকদের সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়। এই তালিকায় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সরকার-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও আমলারা রয়েছেন। এর মাধ্যমে পশ্চিম এই বার্তা দিয়েছে যে তারা সামগ্রিকভাবে মায়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে না। তারা মূলত অভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্রের প্রচারকদের দমন-পীড়নের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও সত্তাকে অর্থনৈতিক যন্ত্রণা দিতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমারা এর আগেও মায়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। এসব নিষেধাজ্ঞা এমন কোনো চাপ তৈরি করতে পারেনি যা জান্তাকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করবে। এর আগে জান্তা যে গণতান্ত্রিক রোডম্যাপ ঘোষণা করেছিল, তা তাদের নিজেদের পূর্বপরিকল্পনারই অংশ ছিল এবং সেটি মোটেও পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার ফল ছিল না।

এর একটি বড় কারণ হলো, আগে মায়ানমারের তৈরি পোশাক ও বস্ত্রের মতো এমন অর্থনৈতিক খাতকে নিশানা করে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, যার সঙ্গে জান্তা সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল না। ওই নিষেধাজ্ঞা দেশটির বেসরকারি খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও জান্তার কিছুই হয়নি।

সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞাগুলো সামরিক মালিকানাধীন বা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন উদ্যোগগুলোকে নিশানা করে আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য ২০২১ সালের আগের নিষেধাজ্ঞাগুলো যে সমস্যায় পড়েছিল, ২০২১-পরবর্তী নিষেধাজ্ঞাগুলোও সেই একই সমস্যায় পড়েছে। যেমন নতুন এই নিষেধাজ্ঞাগুলো জাতিসংঘের সম্মতির বাইরে রয়ে গেছে; কারণ জাতিসংঘ এখনো মায়ানমারের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। ফলে উত্তর কোরিয়া এবং ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে মায়ানমারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার একটি বড় পার্থক্য রয়ে গেছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদও মায়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেবে বলে মনে হয় না; কারণ এই পরিষদের স্থায়ী সদস্য চীন ও রাশিয়া মায়ানমারের জান্তা সরকারের নিন্দা করতে রাজি হয়নি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মায়ানমারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইস্যুতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে।

পশ্চিমারা জান্তা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করলেও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দেশগুলো ঠিকই বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই নিষেধাজ্ঞা কাজে আসছে না।

*চারমাইন উইলিস স্কিডমোর কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক এবং*

*কিথ এ প্রেবল মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক*

*এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, অনুবাদ*

## প্রথম নজর

# মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ধরা পড়ল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বর্ধমান**

**আপনজন:** পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটির স্কুলে মোবাইল ফোন সহ ধরা পড়ে এক পরীক্ষার্থী। কুলটির নিয়ামতপুর এলাকার একটি হাইস্কুলের ছাত্রী সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন মোবাইল ফোন সহ ধরা পড়ে কুলটি গার্লস হাই স্কুলে। এদিন পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিদর্শকরা তাকে প্রশ্নপত্র খাতা ও মোবাইল ফোন সহ ধরেন। এরপর বিষয়টি মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে জানানো হয়।

এরপর পর্ষদের নির্দেশে ঐ ছাত্রীকে " রিপোর্টেড এগেনস্ট " বা " আর এ " করে দেওয়া হয়। পর্ষদ নির্দেশ দিয়ে বলেছে চলতি বছরে ঐ ছাত্রী আর কোন পরীক্ষা দিতে পারবে না। পশ্চিম বর্ধমান জেলা মাধ্যমিক পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা আহ্বায়ক রাজীব মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলেন, কুলটির নিয়ামতপুরের একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী কুলটি গার্লস হাইস্কুলে সোমবার পরীক্ষা দিচ্ছিল। এই পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই হলের পরীক্ষকরা লক্ষ্য করেন, ঐ পড়ুয়া মোবাইল ফোন দেখে পরীক্ষার উত্তরপত্র লেখার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরা হয়। মোবাইল, পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর পত্র সহ সমস্ত কিছু আটক করা হয়। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে জানানো হয়। পরে পর্ষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঐ ছাত্রীকে ' আর এ' করা হোক। তিনি আরো বলেন, একইসঙ্গে চলতি বছরে ঐ পড়ুয়া আর পরীক্ষা দিতে পারবে না। এদিকে, পর্ষদ যখন প্রশ্নপত্র যাতে ভাইরাল বা ফাঁস কোনভাবে না হয় অথবা টোকাটুকি বন্ধে মরিয়া, তখন কিছু পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এখনো এই ধরনের অন্যায় বা অপরাধমূলক কাজ করা ঘটনায় শিক্ষকরা রীতিমতো চিন্তিত। তাদের বক্তব্য, এই প্রবণতা ভালো নয়।

# মুন্সীরহাটে সূচনা বুসরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের

**ইলিয়াস মল্লিক ● হাওড়া**

**আপনজন:** সোমবার হাওড়ার মুন্সিরহাটের ভুপতিপুর মোড়ে খুলে দেওয়া হল বুসরা হেল্থ কেয়ার এন্ড ডায়াগনষ্টিকস সেন্টার। এলাকায় এই সর্বপ্রথম উন্নতমানের মাল্টিস্পেশালিটি যন্ত্রাদি সহ একটি সেন্টারের শুভ সূচনা হয়। সোমবার সকালে হাজী বদরে আলম লায়েক ও হাজী শহিদুল্লাহ ফিতে কেটে এই সেন্টারের দ্বারদঘাটন করেন। এলাকার সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে উ=সবের মেজাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আগত অতিথিদের প্রায় ৮০০ জনের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করে সেন্টার কর্তৃপক্ষ। ঐদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জগৎবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জন কুমার, শঙ্করহাটি ২ নং পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সেখ বরকতউল্লাহ ও তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন এর সভাপতি মাননীয় তপন চ্যাটার্জি। সেন্টার কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয় এই প্রথমবার এই এলাকায় এত বড় এলাকা জুড়ে ডায়াগনষ্টিকস সেন্টার করা হয়েছে। এখানে ইসিজি, এক্স-রে সহ বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা এখানেই ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে ঘন্টাখানেক মধ্যে রিপোর্ট দেওয়া হবে বলে জানাই তারা এছাড়াও এখানে বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তার থাকবেন বিভিন্ন চিকিৎসার জন্য ও অল্প মূল্যে ওষুধের জন্য রয়েছে সেন্টারের নিজস্ব ফার্মাসি। সেন্টারের কর্ণধার হাজী সেখ ফিরোজ জানান, আগামীতে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতলে নার্সিং হোম করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। তিনি এও জানান এলাকার অসহায় মানুষের সুবিধার্থে চিকিৎসা ও নানা রকমের পরিক্ষার জন্য অতি অল্প মূল্যে পরিষেবা প্রদান করা হবে এখানে।

# পথ দুর্ঘটনায় চার মহিলা শ্রমিকের মৃত্যু

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান**

**আপনজন:** কৃষি কাজ করতে যাওয়ার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ মহিলা শ্রমিকের। ভয়াবহ এই পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকলো মঙ্গলবার ভোরবেলা। ঘটনা সূত্রে জানা যায় মঙ্গলবার ভোরে চিতুলি গ্রাম থেকে চাষের কাজের জন্য মারগ্রাম যাচ্ছিল ১৫ জন শ্রমিক। ঠিক সে সময়ই ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে মুনসুভা মোড় থেকে কিছুটা গিয়েই ঘটে এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। এদিন কাজের উদ্দেশ্যে তারা চিতুলি গ্রাম থেকে মারগ্রাম যাচ্ছিলেন চায়না ভ্যানে করে। আর সেই ভ্যানটিতে ১৫ জন শ্রমিক ছিলেন। তবে মুনসুভা মোড় থেকে কিছুটা পেরিয়েই ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপরেই পিছন থেকে চায়না ভ্যানটিতে একটি ট্রাকে ধাক্কা মারে, ঘটনাস্থলেই চায়না ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে যায় বেশ কিছু শ্রমিক আর পিছন থেকে আরও একটি গাড়ি এসে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে যাওয়া ৩ শ্রমিকের উপর চাপা দিয়ে চলে যায়। আর যার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন শ্রমিকের। তারপর সকলকে নিয়ে আসা হয় রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় হাসপাতালে এসেও ১ শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি আর এক শ্রমিকের অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্ধমানে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে, এছাড়াও বাকি যে ১০ জন রয়েছে তাদের চিকিৎসা চলছে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আর এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকা জুড়ে।

# ইতিহাস পরীক্ষায় টুকলিতে বাধা পেয়ে ভাঙচুর পরীক্ষাকেন্দ্রে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি**

**আপনজন:** জলপাইগুড়িতে টুকলিতে বাধা দেওয়ায় স্কুল ভাঙচুর করল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। সোমবার ছিল ইতিহাস পরীক্ষা। কড়া নিরাপত্তা ছিল স্কুল জুড়ে। পরীক্ষা শেষ না হতেই শুরু হয় অশান্তি। অভিযোগ ক্লাসরুম ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করে পরীক্ষার্থীরা। ক্লাসের মধ্যে থাকা বেঞ্চ ফ্যান সুইচবোর্ড সবকিছু ভাঙ্গা হয়। তোমার ওই হট্টগোল শুরু হাই স্কুলের মধ্যে। অভিযোগ টুকলিতে বাধা পেয়ে এই কান্ড ঘটায় পরীক্ষার্থীরা। এরপর পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এলে পরীক্ষার্থীরা সেখান থেকে চলে যায়। স্কুলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। স্কুলের পরিচালন সমিতি এই ঘটনা মেনে নেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। তারা গোটা ঘটনার ছবি সহ বিষয়টি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চলেছে। এই প্রথম নয়, এর আগেও মালদার স্কুলে বা কখনো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা কলেজে এই ধরনের ঘটনা প্রকাশ্যে হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছর মাধ্যমিকের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে ঘিরে প্রশ্ন ফাঁস এবং টুকলি ঢাকাতে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে পর্ষদ। মঙ্গলবার মালদার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে নিজে পরিদর্শন করেছেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে মালদার একাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার অপরাধে তাদের পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটিতেও এক ছাত্রীর পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে পর্ষদ। যখন রাজ্যে জুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে, সেই সময় জলপাইগুড়ির পাঁচিরাম নওহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই ঘটনা রীতিমত নিন্দার ঝড় তুলেছে শিক্ষক মহলে। জানা গেছে ওই স্কুলের এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে বেলাকোবা হাইস্কুলের পড়ুয়াদের। ইতিমধ্যে পুলিশ সোমবার ইতিহাস পরীক্ষার দিনে যে ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে ওই স্কুলের শিক্ষকদের বক্তব্য ও বয়ান রেকর্ড করেছে। এখন অপেক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষ পরবর্তী পদক্ষেপ

# করোনা যোদ্ধা আশা দিদিদের সংবর্ধনা

**আজিম শেখ ● মল্লারপুর**

**আপনজন:** করোনা যোদ্ধা আশা দিদিদের সংবর্ধনা দিলেন বি. এন.এস আয়ুষ্মতি হাসপাতাল। এই মহামারী বিশ্বের প্রত্যেক দেশ, প্রতিটি সংস্থা, প্রত্যেক সমাজ, প্রতিটি পরিবার, প্রত্যেক ব্যক্তির সামর্থ্যকে, তাঁদের সহ্য ক্ষমতাকে বারবার পরীক্ষা করছে। তেমনই, এই মহামারী বিজ্ঞান, সরকার, সমাজ, সংস্থা এবং ব্যক্তিরূপে আমাদের প্রত্যেকের ক্ষমতাকে পরিবর্ধিত করার, বিস্তারিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়েছে, সতর্ক করেছে। এটা সেই প্রস্তুতিরই পরিণাম। আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে যেভাবে আশা কর্মীরা এই কোভিড- করোনা মহামারিকালে যে ভাবে হাত বাড়িয়েছিলেন যেভাবে শ্রম দিয়েছিলেন যেভাবে মানুষের পরিবারের পাশে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছিলেন বা এখনো নিচ্ছেন। শুধু আশা কর্মীরাই নয় প্রশাসন যেভাবে সহযোগিতা করেছিলেন স্বাস্থ্য কর্মীরা যেভাবে শ্রম দিয়েছিলেন। প্রতিটা বিষয় কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের কাছে একটি গর্ভে বিষয়। তাই আজ মল্লারপুর বাহিনা মোড়ে একটি বেসরকারি নার্সিংহোম যেটি বি.এন.এস আয়ুষ্মতি হাসপাতাল নামে পরিচিত আজ সেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর থেকে মোড়েশ্বর এক নাম্বার ব্লকের সমস্ত আশা কর্মী দের নিয়ে একটি সংবর্ধনা সভা করেন। এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ধ্রুবানন্দ মহারাজ আলম বাজার মট বর্তমানে তিনি সাঁইথিয়া রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ, মল্লাপুর থানার ওসি রাজকুমার দাস, বি এম ও এইচ সৌরভ চক্রবর্তী, মোড়েশ্বর এক নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ,এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জনরা। বিএনএস আয়ুষ্মতি হাসপাতালের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলের উপস্থিতিতে ১৬০ জন আশা কর্মী দিদির হাতে তুলে দেওয়া হয় ফুল স্তবক ও সংবর্ধনা মানপত্র।

# কলেজে আত্মরক্ষা নিয়ে প্রশিক্ষণ

**সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের উদ্যোগে ছাত্রীদের আত্মরক্ষা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হলো শ্রীপৎ সিং কলেজ ময়দানে। মঙ্গলবার এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কমল কৃষ্ণ সরকার বলেন, 'আগামী ১৫ দিনে ২ ঘন্টা করে মোট ৩০ ঘন্টা এই প্রশিক্ষণ চলবে। শুরুর দিন ৭০ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে, আগামীতে সংখ্যাটা আরও বাড়বে আশা করছি।' সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী সুরক্ষা নিয়ে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করছে প্রশাসন। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথমবার কোনো কলেজে যা প্রথম। ক্যারাটে প্রশিক্ষক সাধুদাস চক্রবর্তী বলেন, 'সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, ছাত্রীরা যাতে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে পারে তাই এই প্রশিক্ষণের আয়োজন।

# মা, দাদাকে শাবল দিয়ে খুন করল ভাই

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** বৃদ্ধা মা ও নিজের দাদাকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে খুন করল ভাই , বাধা দিতে গিয়ে আহত পরিবারের আরো তিন । বৃদ্ধা মা ও নিজের দাদাকে শাবল দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ছোট ভাই এর বিরুদ্ধে । গতকাল রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার জলডোবরা গ্রামে। বাধা দিতে গিয়ে শাবলের আঘাতে আহত হন ভাইঝি, বৌদি ও দিদি। আহতদের খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার জলডোবরা গ্রামে গোপী বাউরীর বাড়িতে প্রবল চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পান প্রতিবেশীরা। প্রতিবেশীরা বাড়িতে গিয়ে দেখেন বছর ষাটের লক্ষ্মী বাউরী ও তার বড় ছেলে দেবু বাউরী মেঝেতে রক্তাক্ত ও মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।

# বৃদ্ধাশ্রমের আনুষ্ঠানিক সূচনা মন্ত্রীর

**আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া**

**আপনজন:** স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ বসন্ত বিশ্বাসের ১২৯ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বসন্ত বাস বৃদ্ধাশ্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামী বসন্ত বিশ্বাসের ভাইপো তথা রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। এদিন নদিয়ার আসাননগরের পোড়াগাছা এলাকায় নবনির্মিত বসন্ত বাস বৃদ্ধাশ্রমের আনুষ্ঠানিক দ্বার উদঘাটন হয়। দুঃস্থ সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার লক্ষ্যে মূলত এই বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি সুপরিবেশে তৈরি বসন্তবাস বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রিত বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্য সুষম আহার সহ সুচিকিৎসক দ্বারা ২৪ ঘন্টা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি অত্যাধুনিক পরিসেবা ব্যবস্থা সহ তাদের দেখভালের জন্য রয়েছে দিনরাত্রি আয়া ও নার্সের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, এলাকার অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের স্বাচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখে মূলত এই বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৫০ জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এখানে থাকতে পারবেন। পরে সংখ্যাটা আরো বৃদ্ধি পাবে।

# আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবক ধৃত রাণীনগরে

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার যুবক ।

গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার পুলিশ রানীনগর সীমান্তবর্তী মোহনগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক যুবককে আটক করে তল্লাশি করলে ঐ যুবকের কাছ থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র সহ গুলি উদ্ধার হয়। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ঐ যুবককে।

পুলিশ সূত্রে ধৃত যুবকের নাম জানাযায় মিতান মন্ডল(২৪) বাড়ি ওই এলাকাতেই বলে খবর।

মঙ্গলবার ধৃতকে লালবাগ আদালতে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশে হেফাজতে নিয়ে আসা হবে বলেও জানা গিয়েছে।

তবে কি কারণে অবৈধ ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল তার ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে রানীনগর থানার পুলিশ। খোঁজার চেষ্টা করছে মূল উৎস কে।

# বাড়ি থেকে অ্যাডমিট এনে ছাত্রীকে পরীক্ষার ব্যবস্থা করল পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া**

**আপনজন:** পুলিশের সহায়তায় পরীক্ষা দিতে পারলো এক মাধ্যমিক ছাত্রী। মঙ্গলবার ছিল মাধ্যমিকের ভূগোল পরীক্ষা। পরীক্ষা দিতে এসে মনে পড়লো এডমিট কার্ড বাড়িতে ফেলে এসেছে ভুল করে। ঘুসুড়ি ভুত বাগানের পরীক্ষার্থী ফতেমা খাতুন। তার সিট পরেছিল বেলুড় হাইস্কুলে। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বড় ভুল। যদিও ওই ছাত্রীর মনোবল এতটুকু নষ্ট হতে দেননি বালি ট্রাফিক গার্ডের এ এস আই শঙ্কর গোস্বামী। তিনি তড়িঘড়ি করে ওই ছাত্রীকে নিজের মোটরসাইকেলে চাপিয়ে সোজা চলে যান ছাত্রীর বাড়ি। তারপর বাড়ি থেকে এডমিড কার্ড নিয়ে আবার পরীক্ষা হলে নিয়ে আসেন। ছাত্রীটি পরীক্ষা দিতে পেরে খুশি। ছাত্রীর পরিবার শঙ্কর বাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানায়।তারা বলেন পুলিশ মানবিক না হলে তাদের মেয়ে মঙ্গলবার মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো। এদিকে ভাইয়ে ভাইয়ে গন্ডগোলের জেরে ভুক্তভোগী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক ছাত্রী। মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর ঠিক আগেই বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়ায় সমস্যায় পরীক্ষার্থী। হ্যারিকেনের আলোতেই কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে। শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বাড়ধূর্পা গ্রামের ঘটনা। বিদ্যুতের বিল সঠিক সময়ে দিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কোন কারণ না দেখিয়ে বিদ্যুৎ কেটে দিয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে গন্ডগোলের সূত্রপাত দীর্ঘদিন ধরে। আর এই গন্ডগোলের জেরই গত ৩১শে জানুয়ারি রাত্রে বেলা বিদ্যুৎ দপ্তরের লোকেরা গ্রামবাসীদের চাপে পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিয়েছেন বলে দাবি ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রীর পরিবারের। পরীক্ষার সময়ে এই বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়ায় খুবই সমস্যায় ওই ছাত্রীটি।

# ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে ইডির হানা

**রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর**

**আপনজন:** বহরমপুরে এক পঞ্চায়েত কর্মীর বাড়িতে ইডি হানা পাশাপাশি বহরমপুরে কর্মরত এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ভাড়া বাড়িতে হানা দিলো ইডি । সঞ্চয়ন পান নামে ওই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বহরুমপুরে ভাড়া বাড়িতে ইডি হানা। পঞ্চায়েতে দুর্নীতির মামলায় বহরমপুরের এক পঞ্চায়েত কর্মচারীর বাড়ির পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতেও ইডি হানা। বহরমপুরের বিষ্টুপুর কালিবাড়ি এলাকায় পঞ্চায়েত কর্মী রথীন্দ্র কুমার দের বাড়ি থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরেই ভাড়া বাড়িতে থাকেন মুর্শিদাবাদের এনডিসি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জয়ন পান। সঞ্জয়ন পান ধনেখালির প্রাক্তন বিডিও। এদিন বহরমপুরের ভাড়া বাড়ি ছাড়াও সঞ্জয়ন পানের সল্টলেকের বাড়িতেও হানা দেয় ইডি আধিকারিকেরা। মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে রথীন দে নামে এক পঞ্চায়েত কর্মীর বাড়িতে পৌঁছে যায় ইডি আধিকারিকরা। একটি নোটিস নিয়ে রথীন দে-র বাড়িতে পৌঁছন পাঁচ জন গোয়েন্দা আধিকারিক। পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলেন এই রথীন।

দুর্নীতির কারণে চাকরি খুইয়েছিলে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। ২০১৭ সালে ১০০ দিনের কাজের টাকা তছরুপের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। রথীন্দ্রনাথ দে সেই সময় মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব ছিলেন। সকালে রথীন্দ্রনাথ দে এবং সঞ্জয়ন পানের বাড়ি ঘিরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। ভিরতে ঢোকের ইডি আধিকারিকেরা। ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতিতে এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারি সংস্থা জানা গিয়েছে।

# শীতবস্ত্র বিতরণ আল আমিন ফেডারেশনের

**আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বড়গেছিয়া**

**আপনজন:** আল আমিন ফ্রেডারেশনের পরিচালনায় বড়গেছিয়া সন্তোষপুরের বাগান পাড়ায় শতধিক এর বেশি গরিব অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র প্রদান এবং শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হল। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জগৎবল্লভপুরের বিশিষ্ট ডাক্তার এবং সমাজসেবী পল্টু। তিনি বলেন, আমাদের ধর্মীয় কাজের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাজ করতে হবে এবং সাধারণ মানুষদের সচেতন করতে হবে না হয় অদূর ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে নিমজ্জিতহবে। মাদ্রাসার ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক এসকে নুর বলেন, আমাদের এইরকম সামাজিক কাজ অবশ্যই করতে হবে এবং সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও সংগঠনের সভাপতি বনি আমিন বলেন, শুধু বস্ত্র দান নয় এইরকম সামাজিক কাজ করে থাকি এবং ভবিষ্যতে আরো বৃহৎ আকারে করার ইচ্ছা আছে আমরা চাই প্রত্যেকটি মানুষ জানে এই প্রচন্ড শীতে কষ্ট না পায়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সাজিদ আলী মিদ্যা ওরফে সাদ্দাম ভাই, আল আরাফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জনাব বাকিবিল্লাহ সাহেব উপস্থিত ছিলেন অরিজিৎ মুখার্জি, সাথী মান্না,হাজি জিবির সুলতান সহ আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# সন্দেশখালিতে বিক্ষোভ তৃণমূলের

**আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর**

**আপনজন:** আদিবাসীদের বিক্ষোভ, গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের পর এবার তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ সন্দেশখালিতে। তৃণমূলের বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিজেপি ও সিপিএমের দুষ্কৃতীরা সন্দেশখালিতে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে। তাই এই কদিন যারা এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। কয়েকশো তৃণমূল কর্মী সমর্থক সন্দেশখালি থানার পার্শ্বস্ত ত্রিমোহিনীতে রাস্তার উপর বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ।

# শ্রীনিকেতনে শুরু মেলা

**আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর**

**আপনজন:** শ্রীনিকেতনে ঐতিহ্যবাহিত মাঘ মেলা শুরু হল আজ থেকে। যদিও বিগত তিন বছর পর এ বছর জমজমাট এই মেলা। কারণ কোভিডের জন্য এই মেলা কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এবছর পরিপূর্ণ ভাবে এই মেলা সেজে উঠেছে। এই মেলার শুভ সূচনা করেন বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও কৃষকেরা। ৫২ রকমের সবজি দিয়ে সেজে উঠেছে ১০২ বছরের ঐতিহ্যবাহী তো মাঘ মেলা। এই মেলা চলবে তিনদিন।

# মাদ্রাসায় ঈসালে সওয়াব

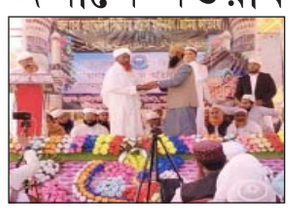

**নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা**

**আপনজন:** মঙ্গলবার আল্ হেরা মুজাদ্দেদীয়া সিদ্দীকিয়া মাদ্রাসা মদীনাবাগ এর ১১ তম বার্ষিক মাহফিলে ওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সভায় গুনীজন সম্মাননা ছাড়াও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ ইউনুস আলী ফাতেহী।
আগামী রমাজানের পর আল্ হেরা মুজাদ্দেদিয়া সিদ্দীকিয়া মাদ্রাসা (জামিয়া ফাতেহিয়া) তে জামাতে মিশকাতুল মাসাবীহ্ খোলা হবে বলে জানা যায়।

# সদর নইমের ইন্তেকাল

**আপনজন ডেস্ক:** বিশিষ্ট সাংবাদিক সেখ নঈম মঙ্গলবার কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে ইন্তেকাল করলেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন )। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। মরহুম সদর নঈম দ্য স্টেটসম্যান সংবাদপত্রের ইকনমিক এডিটর ও বাংলা স্টেটসম্যানের দীর্ঘদিন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ছিলেন। তিনি এক সময় দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায়ও লিকতেন। অধুনা তিনি পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডে ছিলেন। সাম্প্রতিক সেময়ে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। বাগমারি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

# মাধ্যমিক ২০২৪

## অনুসন্ধান কলকাতার মক টেস্ট

### জীবন বিজ্ঞান

**জীবন বিজ্ঞান**
**LIFE SCIENCE**
**Time- Three Hours Fifteen Minutes**
*(First FIFTEEN minutes for reading question paper only)*
**Full Marks - 90**
*Special credit will be given for answers which are brief and to the point.*
*Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting.*
**(নতুন পাঠ্যসূচি)**
**(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)**

**বিভাগ ক**

**( বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্ন। সব প্রশ্ন আবশ্যিক)**

**1.সঠিক উত্তর নির্বাচন করে বাক্যটি সম্পূর্ণ করে লেখো। 1×15=15**

1.1 লজ্জাবতীর পাতা স্পর্শ করলে নুইয়ে পড়ে, এটি হল-
a) কেমোন্যাস্টি b) সিসমোন্যাস্টি
c) ফোটোট্রপিজম d) ফোটোট্যাকটিক চলন।

1.2 ভয় পেলে মানুষের কোন হরমোন ক্ষরণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়?-
a) GH b) GTH
c) থাইরক্সিন d)অ্যাড্রিনালিন।

1.3. দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত মস্তিষ্কের অংশ হল-
a) সুষুম্নাশীর্ষক b) থ্যালামাস
c) লঘু মস্তিষ্ক d) গুরু মস্তিষ্ক।

1.4. তুমি একটি কোশ বিভাজনের সময় কোনো বেমতন্তু তৈরি হতে দেখলে না, এই ধরনের কোশ বিভাজনকে বলা হয়-
a) অ্যামাইটোসিস b) প্রথম মিয়োটিক বিভাজন
c) দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন d) মাইটোসিস।

1.5. দীর্ঘ সুপ্ত দশা আছে এমন বীজযুক্ত উদ্ভিদের কম সময়ে বংশবিস্তার করতে তুমি নীচের কোন পদ্ধতির সাহায্য নেবে? –
a) যৌন জনন b) খন্ডিভবন
c) পুনরুৎপাদন d) মাইক্রোপ্রোপাগেশন।

1.6. মানব পরিস্ফুরণের যে দশায় স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতিশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হতে থাকে, তা হল–
a) শৈশব b) বয়:সন্ধি
c) বার্ধক্য d) সদ্যোজাত।

1.7. প্রজনন পরীক্ষা ব্যবহার করে কোন বিজ্ঞানী বংশগতি সূত্র আবিষ্কার করেন?-
a) ল্যামার্ক b) মেন্ডেল
c) চার্লস ডারউইন d) মিলার।

1.8. Bbrr জিনোটাইপযুক্ত গিনিপিগ থেকে কত ধরনের গ্যামেট উৎপন্ন হয়?-
a) 2. b) 3.
c) 1. d) 4.

1.9. পিতা ও মাতা উভয়ই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হলে ওই দম্পতির যে সন্তান হবে তার থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা–
a) 100% b)25%
c) 75% d) 50%

1.10. ঘোড়ার অভিব্যক্তিতে নিচের কোন সজ্জাক্রমটি সঠিক?
a) ইওহিপ্পাস – মেরিচিপ্পাস – ইক্যুয়াস – প্লায়োহিপ্পাস - মেসোহিপ্পাস
b) ইক্যুয়াস – প্লায়োহিপ্পাস - মেরিচিপ্পাস - মেসোহিপ্পাস - ইওহিপ্পাস
c) মেরিচিপ্পাস - মেসোহিপ্পাস – ইওহিপ্পাস - ইক্যুয়াস – প্লায়োহিপ্পাস
d) ইওহিপ্পাস – মেসোহিপ্পাস – মেরিচিপ্পাস - প্লায়োহিপ্পাস - ইক্যুয়াস

1.11. নিচের কোনটি সমসংস্থ অঙ্গের বৈশিষ্ট্য-
a) উৎপত্তিগতভাবে ভিন্ন b) গঠনগত দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা
c) কাজ আলাদা কিন্তু উৎপত্তিগতভাবে এক d) অভিসারী বিবর্তনকে নির্দেশ করে।

1.12. উটের অতিরিক্ত জলক্ষয় সহনের ক্ষমতার কারণটি হল-
a) এদের লোহিত রক্তকণিকা লম্বাটে
b) এদের মলমূত্রে জলের পরিমাণ খুব কম থাকে
c)এদের দেহে প্রচুর ঘর্মগ্রন্থী থাকে
d) এদের কুঁজে জল সঞ্চিত থাকে।

1.13. নাইট্রোজেন চক্রের নাইট্রিফিকেশন নামক ধাপটির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যটি হল–
a) মৃত জীবদেহের প্রোটিন বিয়োজিত হয়ে অ্যামোনিয়া গঠন
b) অ্যামোনিয়া থেকে প্রথমে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেট গঠন
c) নাইট্রেট থেকে নাইট্রোজেন গঠন
d) নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া গঠন।

1.14. সুন্দ্যাল্যান্ড জীববৈচিত্র্য হটস্পটের অবস্থান হল-
a) উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশ
b) আন্দামান-নিকোবর, সুমাত্রা এবং জাভা প্রভৃতি দ্বীপ অঞ্চল।
c) ভারতের পশ্চিম উপকূল বরাবর ঘন অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ি অঞ্চল।
d)সিকিম, দার্জিলিং এবং তরাই অঞ্চল।

1.15. সর্পগন্ধা গাছের বিপন্নতার কারণ হল-
a) বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন b) বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ
c) অতিব্যবহার d) দূষণ।

**বিভাগ খ**

**2. নীচের 26 টি প্রশ্ন থেকে যে কোনো 21 টি প্রশ্নের উত্তর নির্দেশ অনুসারে লেখো:- 1×21=21**

- **নীচের বাক্যগুলিতে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থানগুলির পূরণ করো ( যে কোনো 5টি) 1×5=**

2.1. নবম করোটিক স্নায়ু হল _____।
2.2. _____ লঘু মস্তিষ্কের যোজক অংশ।
2.3. প্রাণিকোশের ক্ষেত্রে _____ পদ্ধতিতে সাইটোকাইনোসিস সম্পন্ন হয়।
2.4. ক্রোমোজোমের যে নির্দিষ্ট স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে _____ বলে।
2.5. জীব বৈচিত্রের সর্বাধিক প্রাচুর্যযুক্ত অঞ্চলকে বলা হয় _____।
2.6. জলাশয়ে পুষ্টিবস্তুর অতিবৃদ্ধিকে _____ বলে।

- **নীচের বাক্যগুলির সত্য অথবা মিথ্যা নিরূপণ করো-(যেকোনো 5টি) 1×5=5**

2.7. বাইফোকাল লেন্সের মাধ্যমে প্রেসবায়োপিয়া জনিত সমস্যার সমাধান সম্ভব।
2.8. পেনিসিলিয়াম কনিডিয়ার সাহায্যে বংশবিস্তার করে।
2.9. 'X' ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন সমূহকে হোলান্ড্রিক জিন বলে।
2.10. বায়োজেনেটিক সূত্রের প্রবর্তন করেন হেকেল।
2.11. একটি ডি নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া হল- Nitrobactor sp.
2.12. পৃথিবীব্যাপী মোট 35 টি হটস্পট রয়েছে।

- **স্তম্ভ মেলাও (যেকোনো 5টি) 1×5=5**

| A স্তম্ভ | B স্তম্ভ |
|---|---|
| 2.13. ADH | a) উপক্ষার |
| 2.14. ক্যালাস | b)ক্রিসমাস ডিজিজ |
| 2.15. হিমোফিলিয়া B | c) ফার্ণ |
| 2.16. হুগো দ্য ভ্রিস | d) নিউরোহরমোন |
| 2.17. কুইনাইন. | e) অণু বিস্তারণ |
| 2.18. জনুক্রম | f) মিউটেশন তত্ত্ব |
| | g) থ্যালাসেমিয়া |

- **একটি শব্দে বা একটি বাক্যে উত্তর দাও। ( যে কোন 6টি) 1×6=6**

2.19. পীতবিন্দু কি?
2.20. 2,4,-D এর পুরো নাম কি?
2.21. SAT ক্রোমোজোম কি?
2.22. সিয়ন কাকে বলে?
2.23. লোকাস কী?
2.24. অসম্পূর্ণ প্রকটতার উদাহরণ দাও ।
2.25. কোয়াসারডেট কি?
2.26. অ্যালগাল ব্লুম কি?

**বিভাগ- গ**

**3. নীচের 17 টি প্রশ্ন থেকে যেকোনো 12 টি প্রশ্নের উত্তর 2-3টি বাক্যে লেখো। 2×12=24**

3.1.পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে কোন হরমোন নিঃসৃত হয়?এই হরমোন হৃদযন্ত্রের উপর কি প্রভাব ফেলে?
3.2. দরজায় ঘন্টা বাজার শব্দ হলে তুমি যেভাবে দরজা খুলবে সেই স্নায়বিক পথটি একটি শব্দছকের মাধ্যমে দেখাও।

3.3. মেনিনজেস ও CSFএর অবস্থান বিবৃত করো।
3.4) অক্ষিগোলকের বিভিন্ন প্রতিসারক মাধ্যম গুলির নাম ক্রমানুসারে লেখো।
3.5.নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষের অটোজোম ও সেক্স ক্রোমোজোমের পার্থক্য লেখো:
a) প্রকৃতি b) সংখ্যা।
3.6. স্পাইরোগাইরা ও প্ল্যানেরিয়ার অযৌন জনন কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়?
3.7. মানব বিকাশের অন্তিম পরিণতি বা বার্ধক্য দশায় দৃষ্টিশক্তি ও অস্থি সংক্রান্ত দুটি পরিবর্তন উল্লেখ করো।
3.8. মানুষের ক্ষেত্রে সন্তানের লিঙ্গ কিভাবে নির্ধারিত হয় তা একটি ক্রমের সাহায্যে দেখাও।
3.9. থ্যালাসেমিয়ার রোগ জনগোষ্ঠী থেকে দূর করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়?
3.10. বর্ণান্ধতার ক্ষেত্রে বংশগত সঞ্চারন কিভাবে ঘটে তা একটি ক্রমের সাহায্যে দেখাও।
3.11. পায়রার বায়ু থলির দুটি অভিযোজনগত গুরুত্ব আলোচনা কর।
3.12. উদ্ভিদের ও প্রাণির একটি করে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উদাহরণ দাও।
3.13 বংশগতি সংক্রান্ত পরীক্ষায় মেন্ডেলের সাফল্য লাভের দুটি কারণ লেখো।
3.14. নিম্নলিখিত দূষক গুলি পরিবেশ ও জনস্বাস্থে কি কি প্রভাব ফেলে তা মূল্যায়ন করো-
a) পরাগরেণু b) CFC
3.15. নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির সম্ভাব্য কারণ কি হতে পারে?
a) কুমিরের সংখ্যা হ্রাস b) পরাগ মিলনে সাহায্যকারী পতঙ্গের সংখ্যা হ্রাস
3.16. শব্দদূষণ মানব শরীরে কানে ও হৃদপিন্ডের উপর কি কি প্রভাব সৃষ্টি করে?
3.17. বন্যপ্রাণি আইন অনুসারে অভয়ারণ্যে যে যে কাজ নিষিদ্ধ তার যেকোনো চারটি তালিকাযুক্ত করো।

**বিভাগ -ঘ**

**4. নীচের 6 টি প্রশ্ন বা বিকল্প প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। 5×6=30**

4.1.একটি আদর্শ নিউরোনের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলির চিহ্নিত করো।
a) মায়োলিন আবরণী b) সোয়ান কোশ
c) অ্যাক্সন-হিলক d) এন্ডব্রাশ 3+2=5

**অথবা,**

একটি আদর্শ ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের অঙ্গ সংস্থানের চিত্র অঙ্কন করে নিম্নলিখিত অংশগুলির চিহ্নিত করো-
a)ক্রোমোটিড b)সেন্ট্রোমিয়ার
c) নিউক্লিয়ার অরগানাইজার d) টেলোমিয়ার 3+2=5

4.2. উদ্ভিদকোশ ও প্রাণিকোশের সাইটোকাইনেসিসের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। উদ্ভিদকোশে মাইটোসিস কোশ বিভাজন ঘটে এমন তিনটি দেহাংশের নাম লেখো। 2+3=5

**অথবা,**

অযৌন ও যৌন জননের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে পার্থক্য নিরূপণ করো:
a) জনিতৃ জীবের সংখ্যা b) গ্যামেট উৎপাদন
c) অপত্য জনুর প্রকৃতি উদাহরণসহ অযৌন জননের দুটি পদ্ধতির নাম লেখো।

4.3. অনেকসময় দেখা যায় যে, বাবা ও মা উভয়েই স্বাভাবিক, কিন্তু তাদের এক ছেলে বর্ণান্ধ হয়েছে। এটি কিভাবে সম্ভব তা একটি চেকার বোর্ডের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। 5

**অথবা,**

থ্যালাসেমিয়া রোগে মানবদেহের কোন তিনটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়? বংশগত রোগ প্রতিরোধে জেনেটিক কাউন্সেলিং এর ভূমিকা কি? 3+2=5

4.4. ডারউইনের মতবাদ অনুসারে কীভাবে একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় তা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

**অথবা,**

হট ডাইলিউট স্যুপ ও কোয়াসারভেট কি? সুন্দরী গাছের লবণ সহনের তিনটি অভিযোজন উল্লেখ করো। 2+3=5

4.5. বায়ুদূষক রূপে গ্রীন হাউস গ্যাসসমূহ ও SPM এর একটি করে উৎসের নাম লেখো। পশ্চিমঘাট, শ্রীলংকা এবং পূর্ব হিমালয়ে পাওয়া যায় এমন জীব বৈচিত্রের উদাহরণ দাও। 2+3=5

**অথবা,**

জীব বৈচিত্র্যের তিনটি তাৎপর্য লেখো। মানুষের জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ফলে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয় এমন দুটি উদাহরণ দাও।

4.6. জৈব বিবর্ধন কী? সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সমস্যাগুলি আলোচনা করো। 2+3=5

**অথবা,**

PBR এর ভূমিকা কি? এক্স সিটু ও ইনসিটু সংরক্ষণের পার্থক্য লেখো। 3+2=5

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত
জাইদুল হক

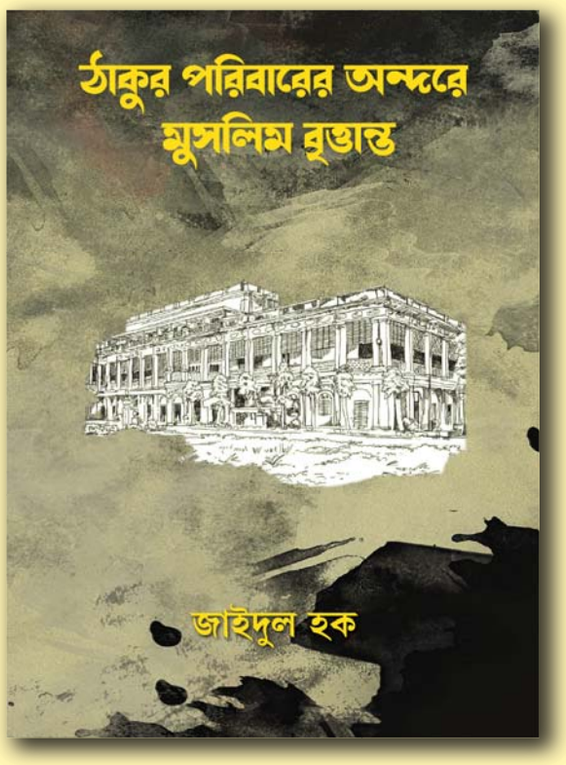


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

ব্যাঙ্ক ফকিরের
জুমলাবাজি
ড. দিলীপ মজুমদার

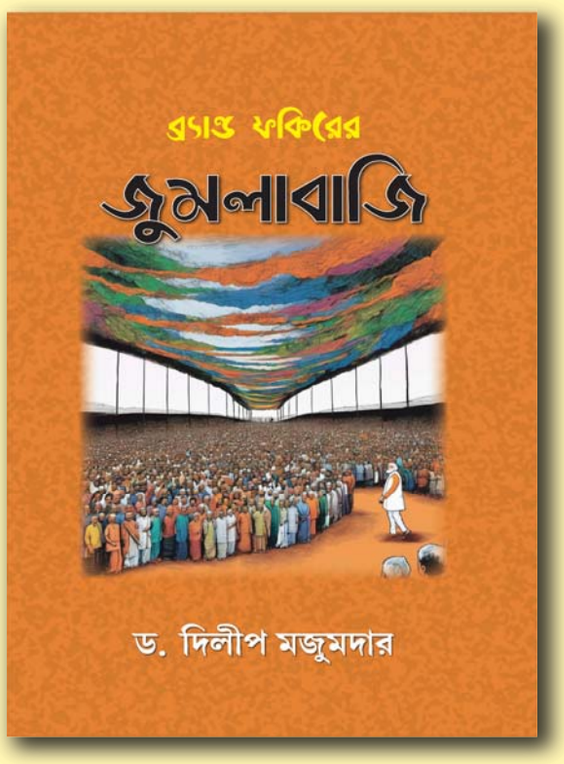


ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট
ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

Since 2011

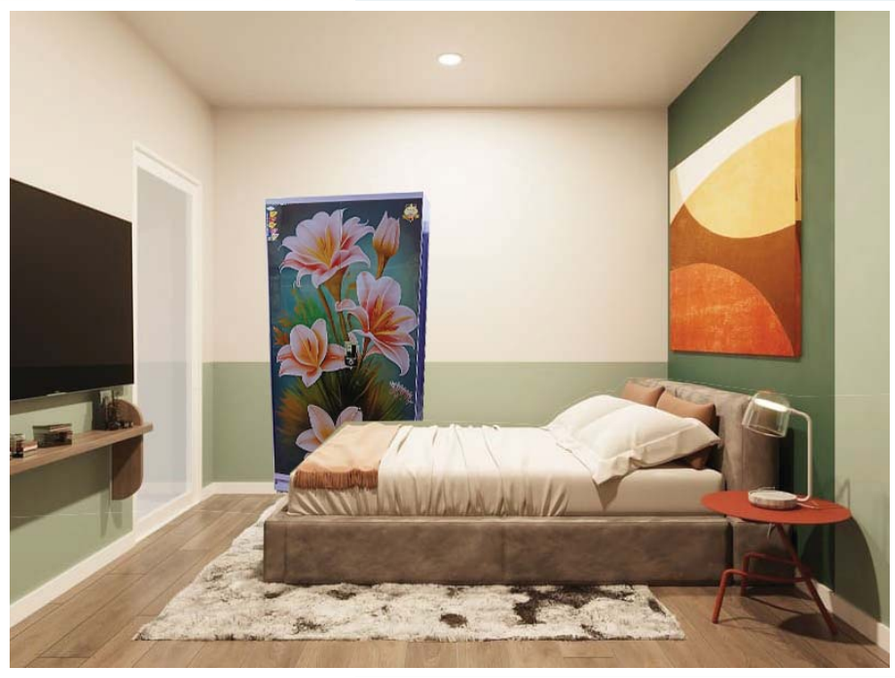

নামী, তবে দামি নয়

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি

পাউডার কোটেড

RIMEX
We Make Furniture For Needs

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
rimexsteelandironofficial@gmail.com

# সৌদি আরবে টেনিস টুর্নামেন্টে নাদাল-জোকোভিচ

**আপনজন ডেস্ক:** পেট্রো-ডলারের ঝনঝনানিতে ফুটবল মাঠ, ফর্মুলা ওয়ানের রেস ট্র্যাক ও গলফ কোর্সে তারার মেলা বসিয়ে ফেলেছে সৌদি আরব। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি এবার টেনিস কোর্টেও তারার হাট বানাতে যাচ্ছে।

আগামী অক্টোবরে টেনিসের ভরা মৌসুমে একটি প্রদর্শনী টুর্নামেন্টের আয়োজন চূড়ান্ত করেছে সৌদি আরব। যেখানে রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জোকোভিচের মতো দুই কিংবদন্তির সঙ্গে খেলবেন আরও তিনজন গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়নসহ মোট ছয়জন। সৌদি আরবের জাতীয় বিনোদন কর্তৃপক্ষ আজ এই ঘোষণা দিয়েছে। রিয়াদের সৌদি সাংস্কৃতিক ও বিনোদন উৎসবের অংশ হিসেবেই আয়োজিত হবে এই টেনিস টুর্নামেন্ট।

পুরুষ টেনিস ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লামজয়ী দুই তারকা জোকোভিচ-নাদাল ছাড়াও সেই টুর্নামেন্টে খেলবেন কার্লোস আলকারাজ, ইয়ানিস সিনার, দানিল মেদভেদেভ ও হোলগার রুনা। তাঁদের মধ্যে শুধু রুনাই কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জিততে পারেননি।

এ রকম কিছু যে হতে যাচ্ছে, সেটি অনুমান করা গিয়েছিল গত মাসেই সৌদি অ্যারাবিয়ান টেনিস ফেডারেশন স্প্যানিশ তারকা নাদালকে দূত করার পর। 'আমি খুব রোমাঞ্চিত যে প্রথমবারের মতো রিয়াদে খেলতে যাচ্ছি'—সৌদি বিনোদন কর্তৃপক্ষের দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ২২ বারের গ্র্যান্ড স্লামজয়ী নাদালকে এভাবেই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সৌদি আরবে প্রদর্শনী টেনিস এবারই প্রথম হচ্ছে না। তবে সাধারণত এটিপির মৌসুম শেষে কিংবা বিরতিতে হয়ে থাকে সেগুলো। কিন্তু এবার অক্টোবরের ভরা মৌসুমে আয়োজিত হবে তা। সে মাসে সাংহাই ও প্যারিস মাস্টার্সের মতো বড় দুই টুর্নামেন্ট আছে।

তবে এরই মধ্যে সৌদি আরব চার বছরের জন্য পুরুষ টেনিসের ভবিষ্যৎ তারকাদের টুর্নামেন্ট নেক্সট জেন ফাইনালস আয়োজনের স্বত্ব পেয়ে গেছে। এটিপি গত আগস্টে ঘোষণা দিয়েছে তা। মেয়েদের বছর শেষের টুর্নামেন্ট ডব্লুটিএ ফাইনালস আয়োজনেরও দায়িত্বও পেতে পারে সৌদি আরব।

# অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ: রেকর্ড পঞ্চম উইকেট জুটিতে টানা পঞ্চম ফাইনালে ভারত

**আপনজন ডেস্ক:** অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল ভারত, সর্বশেষ চারটি ফাইনালই খেলেছে তারা। তবে তাদের সেই ফাইনালে খেলার ধারা ভেঙে যাওয়ার খুব কাছাকাছি গিয়েছিল আজ বেনোনিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম সেমিফাইনালে। ২৪৫ রানের লক্ষ্যে ৩২ রানেই ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া ভারত ঘুরে দাঁড়িয়েছে অধিনায়ক উদয় সাহারান ও শচীন ঢাসের রেকর্ড পঞ্চম উইকেট জুটিতে। রোমাঞ্চকর ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ২ উইকেটের জয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে টানা পঞ্চম ও সব মিলিয়ে নবম ফাইনালে চলে গেছে ভারত। খুব কাছে গিয়েও থামতে হয়েছে ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়ন ও স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ ঠিক হবে আগামী পরশু এ মাঠেই পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে। রান তাড়ায় ভারত প্রথম বলেই হারায় উইকেট, কয়েনা মাফাকার বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন আদর্শ সিং। একটু পর অবস্থা আরও খারাপ হয় তাদের। এবার ট্রিস্টান লুসের তোপে পড়ে তারা। পেস সহায়ক কন্ডিশনে ভারতকে নাজেহাল করে তোলেন লুস। ১২তম ওভারে ৩২ রান তুলতেই ৪ উইকেট হারায় ভারত, ৩টিই নেন লুস।

কিন্তু অধিনায়ক উদয় সাহারান ও শচীন ঢাস প্রতিরোধ গড়েন এরপর। দুজনের পঞ্চম উইকেটে ওঠে ১৭১ রান। শুধু অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ নয়, যুব ওয়ানডেতেই পঞ্চম উইকেটে এটি সর্বোচ্চ রানের জুটি। আগের রেকর্ডটি ছিল বাংলাদেশের শামীম হোসেন ও তাওহিদ হৃদয়ের, ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খুলনায় তারা তুলেছিলেন ১৬১ রান।

মাফাকা এসে ভাঙেন সে জুটি, শতক থেকে ৪ রান দূরে থামেন ঢাস। তবে ভারতকে ম্যাচে রাখেন সাহারান। অবশ্য ৪৬ ও ৪৭তম ওভারে ৩ বলের মধ্যে ২ উইকেট নিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে ৪৭তম ওভারের পঞ্চম বলে লিম্বানির মারা ছক্কায় আবার ম্যাচ হেলে পড়ে ভারতের দিকে। শেষ ১২ বলে ভারতের দরকার ছিল ৯ রান, ৪৯তম ওভারের প্রথম বলে চার মেরে ভারতকে খুব কাছে নিয়ে যান সাহারান। ম্যাচ টাই হওয়ার পর সিঙ্গেল নিতে গিয়ে অবশ্য রানআউট হয়ে থামেন ১২৩ বলে ৮১ রান করা সাহারান। কিন্তু পরের বলে চার মেরে ভারতকে জয় এনে দেন লিম্বানি। এ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভুগিয়েছে অতিরিক্ত খাতের খরচও, সব মিলিয়ে তারা দিয়েছে ২৭টি অতিরিক্ত রান।

এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৬ রানে হারিয়েছিল ২ উইকেট। এরপর তাদের টানেন লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াস ও রিচার্ড সিলেটসওয়েন, তৃতীয় উইকেটে তারা যোগ করেন ৭২ রান। প্রিটোয়ারিয়াস ৭২ রান করে ফিরলেও সিলেটসওয়েন ছিলেন আরও কিছুক্ষণ। চতুর্থ উইকেটে অলিভার হোয়াইটহেডের সঙ্গে ৪৫ রানের পর ষষ্ঠ উইকেটে অধিনায়ক হুয়ান জেমসের সঙ্গে আরও ৪০ রান তোলেন তিনি।

প্রিটোরিয়াস ও সিলেটওয়েন—দুজনই খেলেন ১০০টি করে বল। ফলে অন্যদের মেরে খেলতে হয়, কোনো জুটি তাই সেভাবে বড় হয়নি তাদের। জেমস ১৯ বলে ২৪ রান করার পর ১২ বলে ২৩ রানের আরেকটি ক্যামিও ইনিংস খেলেন ট্রিস্টান লুস। দক্ষিণ আফ্রিকা তাতেই যায় ২৪৪ রান পর্যন্ত। ভারতের পেসার রাজ লিম্বানি ৬০ রানে নেন ৩ উইকেট, অফ স্পিনার মুশির খান নেন ২টি।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**

দক্ষিণ আফ্রিকা অনূর্ধ্ব-১৯: ৫০ ওভারে ২৪৪/৭ (প্রিটোরিয়াস ৭৬, সিলেটসওয়েন ৬৪, জেমস ২৪, লুস ২৩*; লিম্বানি ৩/৬০, মুশির ২/৪৩, সৌমি ১/৩৮)

ভারত অনূর্ধ্ব-১৯: ৪৮.৫ ওভারে ২৪৮/৮ (ঢাস ৯৬, সাহারান ৮১, লিম্বানি ১৩*; মাফাকা ৩/৩২, লুস ৩/৩৭)

ফল: ভারত ২ উইকেটে জয়ী

# এনদ্রিকের পেনাল্টি মিসে ব্রাজিলের হার, জয় পায়নি আর্জেন্টিনাও

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিপে এনদ্রিককে নিয়ে চলছে মাতামাতি। ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই রিয়াল মাদ্রিদে নাম লেখানো এই স্ট্রাইকারকে ভাবা হচ্ছে ব্রাজিলের ভবিষ্যত সুপারস্টার। আজ ভোরে এই রাইজিং স্টারের কারণেই কনমেবল প্রাক-অলিম্পিক টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বে হেরেছে সেলেসাওরা। এনদ্রিকের পেনাল্টি মিসে কারাকাসে অনূর্ধ্ব-২৩ পর্যায়ের ম্যাচটিতে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারায় প্যারাগুয়ে। অন্য ম্যাচে জয় পায়নি আর্জেন্টিনাও। হাভিয়ের মাসচেরানোর দলকে ২-২ গোলে রুখে দিয়েছে ভেনেজুয়েলা। গ্রুপপর্বের লড়াই শেষে কনমেবল প্রাক-অলিম্পিক টুর্নামেন্ট গড়িয়েছে চূড়ান্ত বাছাইয়ে। আঞ্চলিক বাছাইপর্বের চূড়ান্ত পর্বে খেলছে ৪ দল-আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং ভেনেজুয়েলা। এই পর্বে সব দল ম্যাচ খেলবে তিনটি করে। আর শীর্ষ দুই দল জায়গা করে নেবে প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল টুর্নামেন্টে। অর্থাৎ, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ঘুরে দাঁড়িয়ে মূলপর্বে জায়গা করে নিতে এখনো দুই ম্যাচ পাচ্ছে। ভেনেজুয়েলার মাঠ নাসিওনাল ব্রিগিডো ইরিয়ার্তে দিনের প্রথম ম্যাচের ২৯তম মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পায় ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-২৩ দল। তবে পেনাল্টি শটে ব্যর্থ হন আগামী বছর রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে যাওয়া এনদ্রিক। এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে এগিয়ে যায় প্যারাগুয়ে। হেডে জয়সূচক একমাত্র গোলটি করেন ফ্যাব্রিজিও পেরালতা। অন্য ম্যাচের ১৬তম মিনিটে আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ভেনেজুয়েলা। ৩৯তম মিনিটে ওনগোল পায় আর্জেন্টিনাও। ৬১তম মিনিটে এগিয়ে যায় আলবিসেলেস্তেরা। আর ৯০+১০তম মিনিটে সফল স্পটকিকে সমতা টানে ভেনেজুয়েলা। নাটকীয় এই ম্যাচে আর্জেন্টিনা দেখেছে দুই লাল কার্ড। ভেনেজুয়েলা পেয়েছে একটি কার্ড। প্যারিস অলিম্পিকের লাতিন আমেরিকার বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচ হারা ব্রাজিল শূন্য পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টেবিলের তলানিতে। দুইয়ে থাকা আর্জেন্টিনার ১ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে ভেনেজুয়েলা। আর শীর্ষে থাকা প্যারাগুয়ের পয়েন্ট ৩। আগামী ৮ই ফেব্রুয়ারি রাতে প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। পরদিন ভোরে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। আর ১১ই ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত বাছাই পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা।

# হংকংয়ে কেন খেলতে পারেননি, ব্যাখ্যা দিলেন মেসি

**আপনজন ডেস্ক:** লিওনেল মেসি কেন হংকং একাদশের বিপক্ষে খেলেননি, এ নিয়ে হংকংয়ে চলছে তোলপাড়। ইন্টার মায়ামি ও হংকং একাদশ ম্যাচের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন ছিলেন মেসি। গত পরশু ম্যাচটির আগে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন বিলবোর্ড আর পোস্টারে সময়ের সবচেয়ে বড় তারকা মেসিকেই দেখানো হয়েছে বেশি করে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে কাছ থেকে দেখার জন্য ন্যূনতম ১২৫ ডলারের (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৪ হাজার টাকা) টিকিট কিনেছেন হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরা।

কিন্তু হংকং একাদশের বিপক্ষে ইন্টার মায়ামির ৪-১ গোলে জয়ের ম্যাচে বেঞ্চ গরম করেই কেটেছে মেসির সময়। এ নিয়ে বেজায় চটেছেন হংকংয়ের ফুটবলপ্রেমীরা। ম্যাচের শেষ দিকে মেসিকে দুয়ো দিয়েছেন, টিকিটের মূল্য ফেরত চেয়েও স্লোগান দিয়েছেন তাঁরা। এ ম্যাচের আয়োজকদের বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা করা যায় কি না, আলোচনা হয়েছে তা নিয়েও। এ পরিস্থিতি দেখে হংকংয়ের ক্রীড়ামন্ত্রী কেভিন ইয়েউং বলেছেন, এই ম্যাচে মেসিকে অন্তত ৪৫ মিনিট খেলানো হবে বলে চুক্তি হয়েছিল। এরপরও তাঁকে কেন খেলানো হয়নি, অবশেষে এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন মেসি নিজেই।

# প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাজ্যে স্তরের খেলায় অংশ নিচ্ছে দেগঙ্গা ব্লকের মিমনুর

**মনিরুজ্জামান●বারাসাত**

**আপনজন:** প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের অঞ্চল,চক্র,মহকুমা এবং জেলা পর্যায়ের ২০২৪ সালের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে সম্প্রতি।এবার রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা। যেটা আগামী ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রতিযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগনার অন্যান্য প্রতিযোগীদের পাশাপাশি দেগঙ্গা ব্লক থেকে সুযোগ পেয়েছে কলসুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কলসুর তরফদার পাড়া এফ পি স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র মিমনুর মন্ডল।চার বছর বয়স থেকে মিমনুর যোগাসন শিখছে কলসুরে যাদবেন্দ্রনাথ মন্ডল যোগা এন্ড ফিজিও সেন্টারের শিক্ষক শিবু গোলদারের কাছে।আজকে মিমনুর রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়ায় তার যোগা শিক্ষক থেকে স্কুল শিক্ষকরা এবং পরিবার সকলেই খুব খুশি।প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি আসন দেখাতে হয়। যার মধ্যে আছে পশ্চিমোত্তাসন, ভূমাসন,চক্রাসন,বৃক্ষাসন এবং একটি ঐচ্ছিক আসন একপদ গকিলা ব্যাঘ্রাসন।তার যোগা শিক্ষক শিবু গোলদারের কথায়,মিমনুর একটা যেন আলাদা প্রতিভা।ওর মনে একটা ইচ্ছাশক্তি আছে, আছে একটা জেদ।বছর ছয়ের ছোট্ট মিমনুর যোগাসনে জেলাস্তর পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেছে।এই পর্যন্ত এসে মিমনুর আর পিছনে ফিরে তাকাতে রাজি নয়।তার কথায় আমাকে কিছু একটা করে দেখাতেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বেড়াচাঁপা চক্রের সভাপতি সুকুমার সরদার জানালেন, ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের উদ্যোগে দুই শিক্ষক গৌতম ঘোষ এবং শতদল রায়ের তত্ত্বাবধানে মিমনুর এখন মধ্যমগ্রামে ট্রেনিং নিচ্ছে। আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ট্রেনিং চলবে। তারপর বহরমপুর যাবে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে।মিমনুরের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স দেখে তার উপর ভরসা করে আছেন সকলেই।তার পরিবার, তার শিক্ষকরা, তার যোগা শিক্ষক সকলেই আশাবাদী মিমনুর রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা থেকে যোগাসনে তার জেলার হয়ে জেলার জন্য প্রাইজ নিয়ে আসবেই।এবং সেটা ফাস্ট প্রাইজ। এখন শুধু অপেক্ষা করা।১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি এলাকার সকলের নজর থাকবে বহরমপুরের দিকে।বিশেষ করে ছ'বছরের ছোট্ট মিমনুরের দিকে।

# ৬.৫ ওভারেই ৮৭ রান, রেকর্ড গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাল অস্ট্রেলিয়া

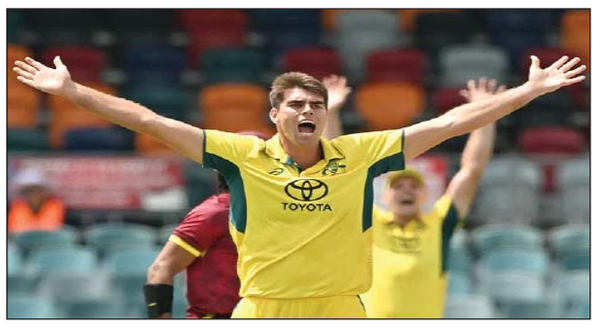

**আপনজন ডেস্ক:** লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম শতক জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের। অস্ট্রেলিয়ার সেই ব্যাটসম্যান আজ ক্যানবেরায় ঝড় তুললেন জাতীয় দলের হয়ে। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলতে নামা ওপেনার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ ১৮ বলে করেছেন ৪১ রান। ঝড় তুলেছেন জশ ইংলিশও। ১৬ বলে ৩৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন ইংলিশ। এ দুজনের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্রেফ উড়ে গেছে। প্রথমে ব্যাটিং করে ২৪.১ ওভারে ৮৬ রানে অলআউট হয়েছিল ক্যারিবীয়রা। অস্ট্রেলিয়া রানটা ৬.৫ ওভারেই ছুঁয়ে ফেলে ২ উইকেট হারিয়ে। ২৫৯ বল হাতে রেখে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ওয়ানডেতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এটাই সবচেয়ে বেশি বল হাতে রেখে জয়ের রেকর্ড। এর আগে ২০০৪ সালে সাউদাম্পটনে যুক্তরাষ্ট্রের ৬৬ রান ২৫৩ বল হাতে রেখে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।

ম্যাথু ফোর্ডের করা ইনিংসের চতুর্থ ওভারে ২৪ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। ৩ ছক্কা ও ১ চারে এর ২৩-ই করেন ফ্রেজার-ম্যাগার্ক। পরের ওভারের প্রথম দুই বলে আলজারি জোসেফকে আরও দুটি চার মারার পর তৃতীয় বলে উড়িয়ে মারতে গিয়ে মিড অনে ক্যাচ তোলেন তিনি। ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ফেরার পর অ্যারন হার্ডিকেও অল্পতে ফেরায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু তাতে উনিশ-বিশ কিছুই হয়নি। হবেই বা কীভাবে, পুঁজি যে মাত্র ৮৭ রানের! নিজেদের ১০০০তম ওয়ানডেতে টস জিতে ফিল্ডিং নেয় অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় ওভারে কিওর্ন ওটলিকে এলবিডব্লু করে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম উইকেট এনে দেন এক ম্যাচের বিশ্রাম কাটিয়ে ফেরা পেসার জেভিয়ার বার্টলেট। ১৩ রানে প্রথম উইকেট হারানো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এরপর ৩৮ রানে নিয়ে যায় অ্যালিক অ্যাথানেজ ও কিসি কার্টির দ্বিতীয় উইকেট জুটি। ১১তম ওভারে মাত্রই দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলা পেসার ল্যান্স মরিস কার্টিকে ফেরাতেই ধসের শুরু। ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ফুটবলের গোলরক্ষকদের মধ্যে লাফিয়ে দুর্দান্ত এক নিয়েছেন মারনাস লাবুশেন। এরপর দেখতে না দেখতেই আর ১৩ ওভারের মধ্যে অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৭১ থেকে ৮৬—এই ১৫ রানে শেষ ৬ উইকেট হারায় দলটি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন দ্বিতীয় ওয়ানডে খেলা আরেক পেসার বার্টলেট। প্রথম ওয়ানডেতেও ৪ উইকেট পেয়েছিলেন বার্টলেট। এ ছাড়া ২টি করে উইকেট পেয়েছেন মরিস ও লেগ স্পিনার জাম্পা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন ওপেনার অ্যাথানেজ। দুই দল এখন খেলবে তিন ম্যাচে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। যার প্রথমটি শুক্রবার হোবার্টে।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ২৪.১ ওভারে ৮৬ (অ্যাথানেজ ৩২, চেজ ১২, কার্টি ১০; বার্টলেট ৪/২১, মরিস ২/১৩, জাম্পা ২/১৪)।

অস্ট্রেলিয়া: ৬.৫ ওভারে ৮৭/২ (ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ৪১, ইংলিস ৩৫*; টমাস ১/৭, জোসেফ ১/৩০)।

ফল: অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী।

সিরিজ: ৩- ম্যাচ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৩-০-ত জয়ী।

ম্যাচ ও সিরিজসেরা: জেভিয়ার বার্টলেট।

*ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই গ্যালারি প্রকম্পিত হচ্ছিল জর্ডান সর্মথকদের উল্লাসে। শেষ বাঁশি বাজতে একই দৃশ্যের দেখা মিলল মাঠেও। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে, কেউ পতাকা হাতে নিয়ে এবং কেউ মাটিতে শুয়ে ভেসে যাচ্ছিল উদ্‌যাপনের আনন্দে। প্রথমবারের মতো এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের ফাইনালে যাওয়ার উদ্‌যাপনটা অবশ্য এমনই হওয়ার কথা! এশিয়ান কাপের সেমিফাইনালে ফেবারিট দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে জর্ডান।*

# চলে গেলেন রিয়ালের কিংবদন্তি গোলকিপার মিগুয়েল

**আপনজন ডেস্ক:** মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল গনঞ্জালেস সত্তর ও আশির দশকের ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি। ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত খেলেছেন মাদ্রিদের ক্লাবটিতে। ৩৪৬ ম্যাচ খেলে জিতেছেন মোট ১৬টি ট্রফি। এর মধ্যে আছে ৮টি লিগ ও ২টি উয়েফা কাপ শিরোপা। কিন্তু এসব তো শুধু সংখ্যা ও সাফল্য। সে সময়ের রিয়াল সমর্থকদের কাছে তিনি 'এল গাতো'—পোস্টে খুব তৎপর থাকার জন্য সমর্থকেরাই তকমাটা দিয়েছিলেন, বাংলায় যার অর্থ 'বিড়াল'। মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল নামে পরিচিতি পাওয়া সাবেক এই গোলকিপারকে হারাল রিয়াল। ৭৬ বছর বয়সে মারা গেছেন মিগুয়েল। রিয়াল আজ তাঁর মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করে বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, 'মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল গঞ্জালেসের মৃত্যুতে রিয়াল মাদ্রিদের সভাপতি এবং পরিচালনা-পর্ষদ গভীরভাবে শোকাহত। তিনি আমাদের ইতিহাসে অন্যতম কিংবদন্তি গোলকিপারদের একজন, রিয়াল মাদ্রিদ এবং স্প্যানিশ ফুটবলেরও কিংবদন্তি।' স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মিগুয়েল নিউরোডিজেনেরেটিভ রোগে ভুগছিলেন। রিয়ালে ১৮ মৌসুম খেলার পাশাপাশি স্পেনের হয়ে ১৮ ম্যাচ খেলেছেন মিগুয়েল। ১৯৭৮ বিশ্বকাপে স্পেনের প্রথম পছন্দের গোলকিপার ছিলেন। চার বছর পর ঘরের মাঠে (১৯৮২) স্পেন বিশ্বকাপেও স্বাগতিকদের স্কোয়াডে ছিলেন। ১৯৮৬ সালের জুনে ৩৯ বছর বয়সে অবসর নেওয়ার পরও রিয়ালের সঙ্গে ছিলেন মিগুয়েল।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**